আমল কবুলের দু'টি শর্ত

মুহাম্মাদ মুকাম্মাল হক

দারুসসালাম

شرطان لقبول الأعمال

আমল কবুলের দু'টি শর্ত

মুহাম্মাদ মুকাম্মাল হক
বি.এ.অনার্স, এ্যারাবিক উচ্চ ডিপ্লোমা
কিং সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ
সৌদি আরব।

দা রু স সা লা ম
রিয়াদ • জেদ্দা • আল-খোবার • শারজাহ্
লাহোর • লন্ডন • হিউস্টন • নিউ ইয়র্ক
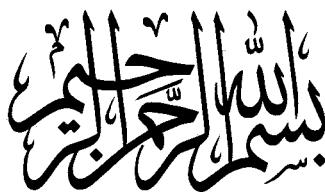
আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম
করুণাময় ও অতি দয়ালু।

King Fahd National Library Catalog-in-Publication Data
Haque, muhammad mukammal
Two conditions for a deed to be Accepted,Riyadh-2007
80p, 14x21 cm
ISBN: 9960-9881-5-5
1-Islam, General Principles II-Title
214dc 1428/1469

Legal Deposit no.1428/1469
ISBN: 9960-9881-5-5

সূচীপত্র

প্রথম ভাগ

দ্বিতীয় ভাগ

প্রকাশকের আরয

সমস্ত প্রশংসা নিবেদন করছি বিশ্বজগতের রব, আল্লাহর জন্য। অতঃপর দরূদ ও সালাম মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীগণের উপর বর্ষিত হোক।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জ্বিন ও মানব জাতিকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এটা কোন নির্দিষ্ট দেশ, জাতি, গোত্র, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করা। এই ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য দু'টি শর্ত রয়েছেঃ (১) তাওহীদ ভিত্তিক আমল, (২) সুন্নাত ভিত্তিক আমল।

এই দু'টি আমল ছাড়া আল্লাহর নিকট কোন ইবাদতই কবুল হবে না। যতই সে আমল করুক না কেন। আর যদি আমল কবুল না হয় তবে তো সে পরিত্রাণ পাবে না। এই জন্য চাই আমাদের তাওহীদ ভিত্তিক আমল ও সুন্নাত ভিত্তিক আমল। যেমনঃ একটি ইলেক্ট্রিক লাইট জ্বালানোর জন্য চাই নেগেটিভ+পজেটিভ। ধরুন নেগেটিভ আছে পজেটিভ নেই, লাইটটি জ্বলবে না অথবা পজেটিভ আছে নেগেটিভ নেই তবুও সেই লাইট জ্বলবে না। তদ্রূপ তাওহীদ ও সুন্নাত ভিত্তিক আমল প্রয়োজন হবে ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য।

বলা বাহুল্য যে আমাদের সমাজে এরূপ আমল নেই বললেই চলে। আর যাও আছে তা সুন্নাত ভিত্তিক নয় ও বিদআত মুক্ত নয়। সুতরাং আমাদেরকে জানতে হবে যে, কোন ইবাদত করলে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে? কিভাবে ইবাদত কবুল হবে?

ইসলামকে জানার ব্যাপারে বাংলাভাষী জনগণ যদি উপকৃত হয় তাহলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

পরিশেষে এই বইয়ের লেখক জনাব মুকাম্মাল হক, বর্ণবিন্যাসকারী জনাব আসাদুল্লাহ ও মলাট শিল্পী জনাব জুলফিকারসহ যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই বই জনসাধারণের নিকট পেশ করা সম্ভব হলো তাঁদের সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা। পাঠক/পাঠিকাদের নিকট এটি গৃহীত হবে বলে আশা করছি।

আল্লাহ আমাদের উত্তম আমলগুলো কবূল করুন এবং ভুল-ত্রুটিগুলো ক্ষমা করুন এবং এই বইয়ের কোথাও ভুল পরিলক্ষিত হলে দারুস সালাম-এর সদর দফতরে অবগত করলে পরবর্তী সংস্করণে ইনশাআল্লাহ তা সংশোধন করা হবে। ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। আমীন।

রিয়াদঃ মার্চ, ২০০৭ ইং

আব্দুল মালিক মুজাহিদ
জেনারেল ম্যানেজার

লেখকের আরয

যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহর। অতঃপর শান্তির ধারা বর্ষিত হোক নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর সহচরবৃন্দ এবং পরিবার-পরিজনের উপর।

প্রতিটি মানুষ নিজ পরিশ্রমের পারিশ্রমিক পেতে চায়। কেউ চায় না যে তার কাজ নিষ্ফল হোক। দুনিয়ার কাজে অধিকাংশ মানুষ কড়া-গন্ডায় হিসাব করে যাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণ কাজ নিষ্ফল না হয়। এরই ভিত্তিতে মানুষ কলসীতে পানি ভরার পূর্বে ছিদ্র বন্ধ করে দেয় যাতে তার শ্রম সার্থক হয়। কেউ যদি ছিদ্র কলসীতে পানি ভরতে থাকে তাহলে তার উদ্দেশ্য সফল হবে না; বরং মানুষ তাকে বিবেকহীন বলে আখ্যায়িত করবে; কিন্তু কত মানুষের আমল পানির ন্যায় ছিদ্র পথে বেরিয়ে যাচ্ছে বা নষ্ট হচ্ছে তার হিসাব ক'জনে রাখে?

আমি কেবল আমল নষ্ট হওয়ার ছিদ্রপথ থেকে সতর্ক এবং তা ফলপ্রসূ হওয়ার উদ্দেশ্যে পাঠক-পাঠিকার হাতে এই পুস্তিকা উপহার দিলাম। আল্লাহ যেন এর দ্বারা আমাদের উপকৃত করেন এবং এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে আখেরাতের পাথেয় হিসাবে গ্রহণ করেন। আমীন।

মুহাম্মাদ মুকাম্মাল হক
বি.এ.অর্নাস, এ্যারাবিক উচ্চ ডিপ্লোমা
কিং সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ
সৌদি আরব।

প্রথম কথা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর। যিনি বিশ্ব প্রতিপালক ও পরিচালক। অতঃপর শত শত শান্তির ধারা বর্ষিত হোক আমাদের শেষ নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তার পরিবার এবং সাহাবাগণের উপর।

আল্লাহ জ্বীন-ইনসানকে সৃষ্টি করেছেন, কেবলমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্য। তাঁর ইবাদত ব্যতীত কেউ পরিত্রাণ পাবে না। আর আমল করলেই জান্নাত পাওয়া যাবে এ ধারণাও ঠিক নয়। আমল কবুলের দু'টি শর্ত আছেঃ

(ক) তাওহীদ ভিত্তিক আমল, (খ) সুন্নাত ভিত্তিক আমল। এ দু'টি ছাড়া আমল আল্লাহর নিকট গৃহীত হবে না। আমল গৃহীত না হলে পরিত্রাণ নেই। বর্তমানে আমাদের সমাজে আমল নেই বললেই চলে। আবার যাঁরা আমল করেন তাদের অবস্থা চার প্রকার থেকে খালি নয়ঃ–

১। আমলে ইখলাস আছে অর্থাৎ তাওহীদ আছে; কিন্তু মুতাবাআত নেই অর্থাৎ সুন্নাত ভিত্তিক আমল নয় বা বিদআত মুক্ত নয়।

২। মুতাবাআত আছে; কিন্তু তাওহীদ নেই অর্থাৎ শিরক মুক্ত নয়।

৩। ইখলাসও নেই মুতাবাআত ও নেই অর্থাৎ শিরক-বিদআত মুক্ত নয়।

৪। ইখলাস এবং মুতাবাআত আছে অর্থাৎ তাওহীদ-সুন্নাত ভিত্তিক, শিরক-বিদআত মুক্ত আমল।

চতুর্থ প্রকার ব্যতীত উক্ত তিন প্রকার আমল আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সেগুলো আমল গ্রহণের শর্তদ্বয়ের বহির্ভূত আমল। আমাদের সমাজের সিংহ ভাগ মানুষ আমল কবুলের শর্তদ্বয় সম্পর্কে অসচেতন। অন্ধকার ঘরে সাপ ধরার মত আমল করেন। ক্ষুধা নিবারণের শর্ত হচ্ছে মুখে খাবার দিয়ে চিবিয়ে গিলে ফেলা, তা না করে যদি নাকে দেয়া হয়, তাহলে ক্ষুধা মিটবে কি? না কখনো না। এজন্যে সর্বপ্রথম আমাদেরকে আমল কবুলের শর্ত দু'টি জানতে হবে। এহেন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বেছে নিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে কলম ধরলাম।

বইটির প্রথম ভাগে আমল কবুলের প্রথম শর্ত অর্থাৎ ইখলাস বা তাওহীদ এবং দ্বিতীয় ভাগে দ্বিতীয় শর্ত অর্থাৎ সুন্নাতের অনুকরণ, তার সাথে বিদআতের আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। এ দু'টি আমল কবুলের মৌলিক শর্ত।

প্রথম ভাগ

তাওহীদ

আমল কবুলের প্রথম শর্ত; ইখলাস বা তাওহীদ, অর্থাৎ আল্লাহকে তার প্রভুত্বে, ইবাদতে এবং নাম ও গুণাবলীতে একক জানা। এছাড়া তাওহীদ ও তার বিপরীত শিরক সম্পর্কে উত্তমরূপে অবহিত হতে হবে। তবেই তাওহীদ যুক্ত ও শিরক মুক্ত আমল সম্ভব। আগে জানা পরে মানা।

আল্লাহ বলেনঃ

﴿فَٱعۡلَمۡ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ﴾

অর্থঃ "তুমি জেনে নাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই।" (সূরা মুহাম্মাদঃ ১৯)

ইমাম বুখারী (রহঃ) এই আয়াতের আলোকে বলেনঃ

(العِلمُ قبل العمل)

অর্থঃ "কাজের পূর্বে জ্ঞান অর্জন।"

স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আমরা সচেতন যে, কোন্ খাদ্য পুষ্টিকর-অপুষ্টিকর। আমরা পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করে থাকি ও আল্লাহর কৃপায় স্বাস্থ্যবান হই। অনুরূপ আমলের ক্ষেত্রে আমাদের সচেতন থাকতে হবে এবং আমল কবুলের শর্ত কি তা জানতে হবে। কোন পদ্ধতিতে আমল করলে গৃহীত হবে তা জেনে শুনে আমল করতে হবে। নচেৎ ঐরূপ নিষ্ফল হবে যেমন পাথুরে ভূমিতে বীজ বপনকারী কৃষক নিষ্ফল হয়। তাওহীদ সম্পর্কে অতি সুন্দরভাবে জ্ঞান লাভ করতে হবে। তা না হলে মানুষ শিরকে পতিত হবে, যা ইবাদতের ক্ষেত্রে ক্যান্সারের চেয়েও ক্ষতিকারক। ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীর পরিত্রাণ যেমন অসম্ভব, অনুরূপ শিরক মিশ্রিত আমল তথা আল্লাহর সাথে অংশ স্থাপনকারীর জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ পাওয়াও অসম্ভব। কারণ শিরক হচ্ছে আমলের ক্যান্সার। কথায় বলে, "ক্যান্সার নো এন্সার"। যে দেহে ক্যান্সার আছে সে দেহে যেমন কোন ঔষধ ক্রিয়া করে না, ধ্বংস অবধারিত। তেমনি যে ইবাদতে শিরক আছে সে ইবাদত কোন কাজে আসবে না ধ্বংস সুনিশ্চিত। সেই জন্য তাওহীদের জ্ঞান লাভ করা সকলের অবশ্য কর্তব্য। এটি আমল কবুলের প্রথম শর্ত যা ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

তাওহীদের অর্থ ও প্রকারভেদ

তাওহীদ আরবী শব্দ, এর অর্থ একত্রীকরণ বা একত্ব। আরবীতে বলা হয় توحيد الأمة অর্থাৎ মুসলিম উম্মাহর ঐক্য সংহতি। শরীয়তের পরিভাষায় মহান আল্লাহকে তিনভাবে একক ও অদ্বিতীয় জানা এবং মানার নাম তাওহীদ। যেমনঃ (১) তাওহীদুর রবুবীয়্যাহ (২) তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ এবং (৩) তাওহীদুল আসমা ওয়াসসিফাত।

তাওহীদুর রবুবীয়্যাহ
(প্রভুত্বের তাওহীদ)

অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহই সৃষ্টিকর্তা, রুযীদাতা, জীবন-মৃত্যু দানকারী, বিশ্ব প্রতিপালক, ব্যবস্থাপক ইত্যাদির প্রত্যয় স্থাপন করা। আল্লাহ বলেনঃ

﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣١﴾ ﴾ يونس: ٣١

অর্থঃ "(হে নবী) আপনি বলুন, কে তোমাদেরকে আসমান-যমীন থেকে রুযীদান করে? কে চক্ষু-কর্ণের মালিক? কে জীবিতকে মৃত হতে এবং মৃতকে জীবিত হতে নির্গত করে এবং কে কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থাপনা করেন? তখন তারা বলবে, আল্লাহ। আপনি বলুন, তবুও কি তোমরা ভয় করবে না?" (সূরা ইউনুসঃ ৩১)

আল্লাহ এই আয়াতে আকাশ ও মাটি থেকে রুযীর ব্যবস্থাপনার কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, মাটির বুক চিরে বীজ ফুটিয়ে চারা গাছ বের করেন।

আল্লাহ বলেনঃ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَىٰ ﴾ الأنعام: ٩٥

অর্থঃ "নিশ্চয় আল্লাহ মাটির কোল চিরে বীজ ও দানা ফুটিয়ে চারা গাছ নির্গত করেন।" (সূরা আনআমঃ ৯৫)

শুধু তাই নয় একই পানিতে বিভিন্ন স্বাদের ফল-মূল, শস্য উৎপাদন করেন। তিনি বলেনঃ

﴿ يُسْقَىٰ بِمَآءٍ وَٰحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِى ٱلْأُكُلِ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾ ﴾ الرعد: ٤

অর্থঃ "এগুলোকে একই পানি দ্বারা সেচ করা হয়। আর আমি স্বাদে একটিকে অপরটির চাইতে উৎকৃষ্ট করে দেই। এর মধ্যে নির্দশন রয়েছে তাদের জন্যে যারা চিন্তা-ভাবনা করে।" (সূরা রাদঃ ৪)

আল্লাহর ঘোষণাঃ

﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِى ٱلْأَنْعَـٰمِ لَعِبْرَةً ۖ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِى بُطُونِهِۦ مِنۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشَّـٰرِبِينَ ﴿٦٦﴾ ﴾ النحل: ٦٦

অর্থঃ তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে রয়েছে উপদেশ। আমি তোমাদেরকে পান করাই তাদের উদরস্থিত বস্তুসমূহের মধ্যে থেকে গোবর ও রক্ত নিঃসৃত দুগ্ধ যা পানকারীদের উপাদেয়।" (সূরা নাহলঃ ৬৬)

আল্লাহ যদি আকাশের পানি বন্ধ করে দেন এবং বীজ ফাটিয়ে গাছ বের না করেন তাহলে কোন শক্তি আছে যে ঐ কাজ সম্পাদন করে? যিনি এ বিশাল দায়িত্ব পালন করছেন। তিনিই তো রব। কানের শ্রবণ ও চোখের দৃষ্টি শক্তি আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। তিনি কানের মধ্যে এমন চম্বুক সৃষ্টি করেছেন যা বাইরের শব্দকে গ্রহণ করে। কানে শুনতে না পেলে অনেককে কানের পিঠে যন্ত্র বহন করতে দেখা যায় তাই বলে কি সে সুখ পাওয়া যায়? কখনই না। চোখে

কম দেখলে নাকের ডগায় চশমা ঝুলাতে হয়; কিন্তু সে দৃষ্টি ফিরে আসে না। একমাত্র ফিরাতে পারেন যিনি তিনি কান ও চোখের সৃষ্টিকর্তা। আর তিনিই আমাদের রব। বীর্যের দু'ফোটা পানি থেকে তিনি সুন্দর মানুষ সৃষ্টি করেন, আল্লাহ বলেনঃ

﴿ فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَـٰنُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾ خُلِقَ مِن مَّآءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾ يَخْرُجُ مِنۢ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآئِبِ ﴿٧﴾ الطارق: ٥ - ٩

অর্থঃ মানুষের ভেবে দেখা উচিত কি বস্তু থেকে সে সৃষ্টি হয়েছে। সে সৃষ্টি হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি থেকে। এটি নির্গত হয় মেরুদন্ড ও বক্ষ পাজরের মধ্যে থেকে।" (সূরা তারিকঃ ৫-৯)

মাতৃগর্ভে যদি ঐ পানি পর্যায়ক্রমে মানুষে রূপান্তরিত না হয় তাহলে করোর শক্তি নেই যে ঐ কর্ম সম্পাদন করে। বাস্তবে আমরা অনেক বন্ধ্যা মহিলাকে প্রত্যক্ষ করে থাকি। কেউ তো তাদের কোলে একটি ছেলে দিয়ে তাদের কোলকে ঠাণ্ডা করতে পারে না? যিনি পারেন তিনিই তো আমাদের রব। সেই মহান রব সাত আসমানকে সৃষ্টি করেছেন এবং নক্ষত্র-রাজি দ্বারা সুসজ্জিত করেছেন। আল্লাহর বাণীঃ

﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَـٰوَٰتٍ طِبَاقًا ﴿٣﴾ ﴾ الملك: ٣

অর্থঃ "তিনি সাত তবক আসমানকে সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা মূলকঃ ৩)

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَـٰبِيحَ وَجَعَلْنَـٰهَا رُجُومًا لِّلشَّيَـٰطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ﴿٥﴾ ﴾ الملك: ٥

অর্থঃ "আমি দুনিয়ার আকাশকে প্রদীপ (নক্ষত্র) দ্বারা সুসজ্জিত করেছি। বিশ্ব প্রতিপালক চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারাকে সৃষ্টি করে এমনভাবে নির্দিষ্ট কক্ষে

ঘুরাচ্ছেন যে কারো সাথে কারো সংঘর্ষ হচ্ছে না। কেউ কোন দিন শুনে নি যে চন্দ্রের সাথে সূর্যের সংঘর্ষ হয়েছে। (সূরা মুলকঃ ৫)

আল্লাহ বলেনঃ

﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٣٨﴾ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾ ﴾ يس: ٣٨ - ٤٠

অর্থঃ "সূর্য তার নির্দিষ্ট অবস্থানে আবর্তন করে। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ। চন্দ্রের জন্য আমি বিভিন্ন মনযিল নির্ধারিত করেছি। অবশেষে পুরাতন খেজুর শাখার অনুরূপ হয়ে যায়। সূর্য নাগাল পেতে পারে না চন্দ্রের এবং রাত্রি অগ্রে চলে না দিনের। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষ পথে চলছে।" (সূরা ইয়াসীনঃ ৩৮-৪০)

মহান আল্লাহ সূর্যকে পৃথিবী থেকে এমন সূক্ষ্ম ও মাফিক দূরত্বে রেখেছেন যা পৃথিবী বাসীর জন্য উপযোগী। বৈজ্ঞানিকগণের মতে, যদি সূর্যকে তার নির্দিষ্ট স্থান থেকে চুল পরিমাণ পৃথিবীর নিকটে করা হত তাহলে তা জাহান্নামে পরিণত হত। আর চুল পরিমাণ দূরে সরিয়ে দেয়া হত তাহলে তা বরফে পরিণত হত। এছাড়া চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারাকে এমন সূক্ষ্মভাবে সাজিয়েছেন যেগুলো নির্দিষ্ট কক্ষে ঘুরছে। কারো সঙ্গে সংঘর্ষ হচ্ছে না। রাতের পরে দিন আসে আর দিনের পরে রাত। যদি এক নাগাড়ে রাত অথবা দিন হত তাহলে কার শক্তি আছে যে তার পরিবর্তন সাধন করে।

আল্লাহ বলেনঃ

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٧١﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ

إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٧٢﴾ القصص: ٧١ - ٧٢

অর্থঃ "বলুন ভেবে দেখতো, আল্লাহ্ যদি রাত্রিকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ্ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদেরকে আলো দান করতে পারে? তুবও কি তোমরা কর্ণপাত করবে না? বলুন তো, ভেবে দেখ তো আল্লাহ্ যদি দিনকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন তবে আল্লাহ্ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদেরকে রাত্রি দান করতে পারে, যাতে তোমরা বিশ্রাম করবে? তোমরা কি তবুও ভেবে দেখবে না?" (সূরা কাসাসঃ ৭১-৭২)

অন্যত্র আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءٍ مَّعِينٍۭ ﴿٣٠﴾ ﴾ الملك: ٣٠

অর্থঃ "বলুন তোমরা দেখছ কি, যদি তোমাদের পানি ভূ-গর্ভের গভীরে চলে যায় তবে কে তোমাদেরকে সরবরাহ করবে পানির স্রোতধারা।" (সূর মূলকঃ ৩০)

এ সমস্ত কাজ সম্পাদিত হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছায়। তিনি বলেনঃ

﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُۥٓ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٥﴾ ﴾ السجدة: ٥

অর্থঃ "তিনি আকাশ থেকে সমস্ত কাজ পরিচালনা করেন। অতঃপর তা তাঁর কাছে পৌঁছাবে এমন একদিনে, যার পরিমাণ তোমাদের গণনায় হাজার বছরের সমান।" (সূরা সাজদাহঃ ৫)

যে সত্তা এ সমস্ত কাজ সম্পাদন করছেন তিনিই আমাদের রব (প্রতিপালক)।

একথা তিনি স্বয়ং ঘোষণা করেছেনঃ

﴿ قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ ﴿١٦﴾ ﴾ الرعد: ١٦

অর্থঃ "বলুন আসমান যমীনের রব কে? বলুন আল্লাহ।" (সূরা রাদঃ ১৬)

মোটকথা আকাশ-পৃথিবী ও তার মাঝে যা কিছু আছে সব আল্লাহর সৃষ্টি তাঁরই দ্বারা সব কিছু নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে, একথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করার নাম তাওহীদে রবুবীয়্যাহ। এ ব্যাপারে যদি কেউ চুল পরিমাণ সন্দেহ পোষণ করে অর্থাৎ কেউ যদি মনে করে এই পৃথিবী-আকাশ ও তার মাঝে যা কিছু আছে তা সৃষ্টি ও পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণে কোন পীর, ওলী, ফকীর অথবা নবীর হাত বা অংশ আছে, তবে সে এই তাওহীদের বিশ্বাসী নয়। এটি সূফীদের আকীদাহ, বিশ্বাস। তারা ধারণা করে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমন ক্ষমতার অধিকারী যা দ্বারা তিনি বিশ্ব পরিচালনা করেন।

يقول أمجد علي : " . . . إن العِلْم كلُّه تحتَ تصرُّفاته ، يفعلُ ما يشاء لمن يشاء . . . . "

অর্থঃ আমজাদ আলী বলেন, সারা বিশ্ব তাঁর অর্থাৎ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পরিচালনাধীনে, তিনি যা চান এবং যার জন্য চান তাই করেন।

"يقول أحمد رضا خان: ياغوثُ (أي ياعبد القادر الجيلاني) وإن قُدرة "كن" حاصلة لمحمد من ربه ومن محمد حاصلةٌ لك "

অর্থঃ আহমাদ রেযা খান বলেন, হে গাউস (হে আব্দুল কাদের জিলানী) (কুন) অর্থাৎ আল্লাহ যখন কিছু করার ইচ্ছা করেন তখন বলেন, "কুনঃ হয়ে যা" অতঃপর তা তো হয়ে যায়, এই "কুন" শব্দের জন্য সে বলে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজে রবের পক্ষ থেকে পেয়েছেন, আর

আপনি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পক্ষ থেকে পেয়েছেন। (নাউযুবিল্লাহ) (আদইয়ান ওয়াল মাযাহেব।)

এ প্রকার তাওহীদকে ন্যাচারাল (প্রকৃতিবাদী) ছাড়া কেউ অস্বীকার করে না। তাদের বিশ্বাস এই জগত আল্লাহ ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে। তাদের ধারণা আগুনের কুণ্ডলী ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ বিস্ফোরিত হয়ে এই পৃথিবীর সৃষ্ট। তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, আমরা তাদেরকে নাস্তিক বলে থাকি; কিন্তু নাস্তিক্যবাদের জীবানু আমাদের মধ্যে চোরা গলি দিয়ে প্রবেশ করে আমাদের ঈমান খুঁড়ে-খুঁড়ে নষ্ট করে দিচ্ছে আমরা তার টের পাই না। যেমন দুর্যোগের সময় আমরা বলে থাকি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এই বিশ্বাস বা উক্তি ইসলামিক নয়; বরং প্রকৃতি বাদীদের। এটি তাওহীদে রবুবীয়্যাহর পরিপন্থী। কারণ পৃথিবীর স্রষ্টা মহান আল্লাহ, প্রকৃত নয়।

কেবল এ তাওহীদের বিশ্বাসী হলে পূর্ণ একত্ববাদী হওয়া যায় না। এই তাওহীদকে মক্কার মুশকিরাও বিশ্বাস করত তবুও তারা মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। মুশরিকই ছিল। আল্লাহ বলেনঃ

﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ۝٩ ﴾ الزخرف: ٩

অর্থঃ "তুমি যদি তাদের জিজ্ঞেস করঃ কে আকাশন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবেঃ এগুলো তো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ।" (সূরা যুখরুফঃ ৯)

এ আয়াত থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পরলাম যে কেবল তাওহীদ রবুবীয়্যার উপর প্রত্যয় স্থাপন করলেই মু'মিন হওয়া যাবে না। যতক্ষণ না তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ ও তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাতের উপর প্রত্যয় স্থাপন করবে।

তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ
(উপাস্য বিষয়ে একত্ববাদ)

"উলুহিয়্যাহ" (يَأْلَهُ) (أَلِهَ) থেকে উৎপত্তি। যার অর্থ উপাসনা করা। সেই জন্য একে উলুহিয়্যাহ বলা হয়। তাওহীদুল উলুহিয়্যাহর পারিভাষিক অর্থঃ সর্ব প্রকার ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য করা এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণ ইবাদতের অংশ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারোর জন্য না করা। অর্থাৎ যাবতীয় ইবাদতের অধিকার কেবল তিনিই। এই উদ্দেশ্যে আল্লাহ জ্বীন-ইনসানকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেনঃ

﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾﴾ الذاريات:٥٦

অর্থঃ "আমি জ্বীন ও মানব জাতিকে কেবল আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।" (সূরা যারিয়াতঃ ৫৬)

পৃথিবীর বুকে কেবল আল্লাহর ইবাদত প্রতিষ্ঠিত হোক, এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে আল্লাহ যুগে যুগে নবী ও রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন।

তিনি বলেনঃ

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلطَّٰغُوتَ ﴿٣٦﴾﴾ النحل: ٣٦

অর্থঃ আমি প্রত্যেক উম্মতের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আমার ইবাদত কর এবং তাগুতের (ইবাদত) বর্জন কর।" (সূরা নাহলঃ ৩৬)

অন্যত্র আল্লাহ বলেনঃ

﴿قُلْ إِنَّمَآ أَدْعُوا۟ رَبِّى وَلَآ أُشْرِكُ بِهِۦٓ أَحَدًا ﴿٢٠﴾﴾ الجن: ٢٠

অর্থঃ (হে নবী) আপনি বলুন, আমি আমার রবকে ডাকি তাঁর সাথে আর কাউকে অংশীদার স্থাপন করি না।" (সূরা জ্বীনঃ ২০)

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾ ﴾ الأنبياء: ٢٥

অর্থঃ "হে নবী আপনার পূর্বে যত নবী প্রেরণ করেছি তাদের সকলকে এই প্রত্যাদেশ দিয়েছি যে আমি (আল্লাহ্) ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। সুতরাং তোমরা আমার ইবাদত কর।" (সূরা আম্বিয়াঃ ২৫)

ইবাদত একমাত্র আল্লাহর হক বা অধিকার। তাই একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করা সকল বান্দার অপরিহার্য কর্তব্য। যারা শিরক মুক্ত ইবাদত করে, সেই মুআহহিদ (একত্ববাদী) বান্দাকে আযাব না দেয়া আল্লাহর দায়িত্ব।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

عَنْ مُعاذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ عَلى حِمارٍ يُقالُ لَهُ: عُفَيرٌ، فَقالَ: «يا مُعاذُ! وهَلْ تَدْري حَقَّ اللهِ عَلى عِبادِهِ؟ وما حَقُّ العِبادِ عَلى اللهِ؟» قُلْتُ: اللهُ ورَسُولُهُ أعْلَمُ، قالَ: «فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلى الْعِبادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ ولا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وحَقُّ العِبادِ عَلى اللهِ أن لا يُعَذِّبَ مَنْ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا». فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ! أفَلا أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ؟ قالَ: «لا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا». [البخاري: ٢٨٥٦]

অর্থঃ মুআয বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি গাধার পিঠে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পিছনে বসেছিলাম, গাধাটির নাম ছিল উফাইর ইত্যবসরে তিনি আমাকে বলেনঃ "হে মুআয তুমি কি জান বান্দার উপর আল্লাহর কি হক?" আর আল্লাহর উপর বান্দার কি হক? তিনি বলেন, আমি বললামঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভাল

জানেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ "আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন না করা বান্দার উপর আল্লাহর হক এবং যে বান্দা আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করে না তাকে আযাব না দেয়া আল্লাহর উপর বান্দার হক। আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমি কি লোকদের এ সুসংবাদ দিয়ে দিব না? তিনি বললেন, সুসংবাদ দিও না। দিলে তারা তার উপর ভরসা করবে (কাজ করবে না)। (বুখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ বলেনঃ

﴿ قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا۟ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا ﴿١١٠﴾ ﴾ الكهف: ١١٠

অর্থঃ "(হে নবী) আপনি বলুন, আমি তোমাদের মতই মানুষ, আমার কাছে প্রত্যাদেশ (অহী) আসে। তোমাদের উপাস্য একক অদ্বিতীয়, যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাত করার আশা করে, সে যেন সৎ আমল করে এবং তার রবের ইবাদতে আর কাউকে শরীক না করে।" (সূরা কাহাফঃ ১১০)

ইবনে কাইয়্যেম বলেনঃ যাবতীয় ইবাদত কেবল আল্লাহর জন্য করা ওয়াজিব। যেমনঃ সিজদাহ, ভরসা, তাওবা, তাকওয়া, ভয়, নযর, হলফ, দু'আ, তাওয়াফ, প্রভৃতি আল্লাহর অধিকার এবং তার জন্য নির্দিষ্ট। আল্লাহ ব্যতীত ফেরেশতা, প্রেরিত নবীর জন্যেও তা বৈধ নয়। (নাওয়াকেযুল ঈমানঃ ১৩২/ ড. আব্দুল আযীয বিন মুহাম্মাদ) যদি কেউ করে তাহলে আল্লাহ তা গ্রহণ করবেন না; বরং তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। সুতরাং জানা গেল যে তাওহীদ যাবতীয় ইবাদত গৃহীত হওয়ার মৌলিক শর্তের একটি।

তাওহীদুল আসমা ওয়াসসিফাত
(আল্লাহর নাম ও গুণে একত্ববাদ)

প্রথমে আলোচিত হয়েছে যে বুঝার সুবিধার জন্য আলেমগণ তাওহীদকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন।

১। তাওহীদ রবুবীয়্যাহ (প্রতিপালক বিষয়ে একত্ববাদ)

২। তাওহীদ উলুহিয়্যাহ (উপাস্য বিষয়ে একত্ববাদ)

৩। তাওহীদুল আসমা ওয়াসসিফাত (আল্লাহর নাম ও গুণাবলী বিষয়ে একত্ববাদ)

তাওহীদুল আসমা ওয়াসসিফাতঃ আল্লাহ তায়ালা যে গুণ ও গুণবাচক নামের অধিকারী সেগুলোকে ঠিক ঐভাবে বিশ্বাস করা যেভাবে যতটুকু কুরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ সদৃশ, অসঙ্গত ও বাতিল অর্থ, অস্বীকার, ধরণ এবং দৃষ্টান্ত ব্যতীত আল্লাহর নাম ও গুণের উপর প্রত্যয় স্থাপন করা।

আল্লাহ বলেনঃ

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿١١﴾﴾ الشورى:١١

অর্থঃ "কোন জিনিস আল্লাহর সদৃশ্য নয়। তিনি সর্বদ্রষ্টা এবং শ্রোতা" (সূরা শুরাঃ ১১)

এ প্রকার তাওহীদ খুব সূক্ষ্ম। এতে অনেকে ভুলে পতিত হয়েছে এবং বাতিল ফিরকার সৃষ্টি হয়েছে। যেমনঃ মু'তাযিলা, জাহমিয়াহ, আশায়েরা ইত্যাদি।

শিরক

এ পর্যন্ত তাওহীদের কিছু আলোচনা করা হলো। এরপর তাওহীদের সম্পূর্ণ বিপরীত শিরকের আলোচনা করতে চাই যা তাওহীদের পথের কাঁটা। এই কাঁটাকে তাওহীদের পথ থেকে উচ্ছেদ না করা পর্যন্ত তাওহীদি বাগানে প্রবেশ সম্ভব নয়। আর ঐ কাঁটা উচ্ছেদ করতে হলে প্রথমে তাওহীদ সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত হতে হবে। সেই জন্যে শিরকের আলোচনা প্রয়োজন।

* শিরকের শাব্দিক অর্থঃ অংশ।

* পরিভাষিক অর্থঃ আল্লাহর সাথে যে কোন ভাবে অংশ স্থাপন করা।

* শিরক প্রথমতঃ দু'প্রকার। যথাঃ (১) শিরকে আকবার, (২) শিরকে আসগর।

শিরকের আকবার
(বড় শিরক)

যদি কেউ কোন মাখলুককে (সৃষ্টিকে) আল্লাহর সমতুল্য মনে করে ডাকে অথবা কোন প্রকার ইবাদত তার জন্য করে তাহলে সেটি বড় শিরক।

বড় শিরকের প্রকারভেদঃ

ক) আল্লাহর সত্ত্বার সাথে শিরকঃ খ্রিস্টানরা ঈসা (আলাইহিস সালাম) কে আর ইয়াহুদীরা উযায়ের (আলাইহিস সালাম)-কে আল্লাহর পুত্র বলে মনে করে। আল্লাহ তাদের ধারণার প্রতিবাদ এভাবে করেনঃ

﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَـٰرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ۖ ذَٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَٰهِهِمْ ۖ يُضَـٰهِـُٔونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن قَبْلُ ﴿٣٠﴾ ﴾ التوبة: ٣٠

অর্থঃ “ইয়াহুদীরা বলে “ওযাইর” আল্লাহর পুত্র এবং নাসারারা বলে, “মাসীহ” আল্লাহর পুত্র। এ হচ্ছে তাদের মুখের কথা। এরা পূর্ববর্তী কাফেরদের মত কথা বলে।” (সূরা তাওবাঃ ৩০)

খ) ইবাদতে শিরকঃ আল্লাহ বলেনঃ

﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُوا۟ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَـٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا ﴿١١٠﴾ ﴾ الكهف: ١١٠

অর্থঃ যে ব্যক্তি তার রবের সাথে সাক্ষাত করতে চায় সে যেন সৎ আমল করে এবং তার ইবাদতে আর কাউকে অংশীদার না করে।” (সূরা কাহাফঃ ১১০)

গ) আল্লাহর গুণাবলীতে শিরকঃ আল্লাহ যে গুণের অধিকারী সে গুণে অন্য কাউকে অংশীদার স্থাপন করা। যেমনঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ গায়েব জানে, বিশ্বাস করা। আল্লাহ বলেনঃ

﴿ وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ ﴿٥٩﴾ ﴾ الأنعام: ٥٩

অর্থঃ "গায়েবের চাবি কাঠি তাঁরই কাছে তিনি ব্যতীত আর কেউ তা জানে না।" (সূরা আনআমঃ ৫৯)

ঘ) মহব্বতের শিরকঃ তা হল আওলিয়া প্রভৃতিকে এমন ভালবাসা ও ভক্তি করা যেমন আল্লাহকে ভালবাসা ও ভক্তি করা হয়। এর দলীল আল্লাহ তায়ালার এই বাণীঃ

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ﴿١٦٥﴾ ﴾ البقرة: ١٦٥

অর্থঃ "কিছু লোক আছে যারা আল্লাহর পরিবর্তে (তাঁর) সমকক্ষ স্থির করে তাদেরকে এমন ভালবাসে যেমন আল্লাহকে বাসা হয়; কিন্তু যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহর ভালবাসায় সুদৃঢ়।" (সূরা বাকারাঃ ১৬৫)

ঙ) আনুগত্যের শিরকঃ তা হল, বৈধ মনে করে আল্লাহর অবাধ্যতায় উলামা ও পীর-বুযুর্গদের আনুগত্য করা। আল্লাহ বলেনঃ

﴿ ٱتَّخَذُوٓا۟ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴿٣١﴾ ﴾ التوبة: ٣١

অর্থঃ "তারা আল্লাহর পরিবর্তে ওদের পন্ডিত (পাদরী) ও সংসার বিরাগীদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে।" (সূরা তাওবাঃ ৩১)

চ) নিয়ন্ত্রণ কর্মের শিরকঃ এ বিশ্বাস করা যে কতিপয় আওলিয়ার বিশ্ব নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আছে, যাঁরা বিশ্বের সমস্ত কাজ পরিচলনা করে থাকেন! যাঁদেরকে কুতুব বলা হয়। অথচ আল্লাহ প্রাচীন মুশরিকদেরকে এই বলে প্রশ্ন করেনঃ

﴿ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣١﴾ ﴾

يونس: ٣١

অর্থঃ "এবং কে সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে? তারা বলবে, আল্লাহ। তবুও কি তোমরা ভয় করবে না?" (সূরা ইউনুসঃ ৩১)

ছ) ভয়ের শিরকঃ এই বিশ্বাস রাখা যে, কিছু মৃত অথবা অনুপস্থিত আওলিয়ারদেরও অনিষ্ট করার ক্ষমতা আছে যা ঐ বিশ্বাসীর মনে ভয় সঞ্চার করে, ফলে তাদেরকে ভয় করে। এই বিশ্বাস ছিল মুশরিকদের। এর প্রতি সতর্ক করে কুরআন বলেঃ

﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ ۖ وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦ ۚ ﴿٣٦﴾ ﴾ الزمر: ٣٦

অর্থঃ "আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? অথচ তারা তোমাদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে অন্যের ভয় দেখায়।" (সূরা যুমার ৩৬)

এ প্রকার শিরক মানুষকে ইসলামের গণ্ডী থেকে বের করে দেয়। অমুসলিম বানিয়ে দেয়।

শিরকে আসগর
(ছোট শিরক ও তার প্রকার ভেদ)

ঐ সমস্ত মাধ্যম বা কর্ম যা শিরকে আকবারের কাছে পৌঁছে দেয় ও ইবাদতের মর্যাদায় না পৌঁছে তা শিরকে আসগর হয়ে যায়। এ ধরণের শিরককারী ইসলাম হতে বহির্ভূত হয়ে যায় না। তাবে তা কবীরাহ গোনাহ অবশ্যই বটে। যেমনঃ

ক) "রিয়া" (লোক প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ইবাদত করা) ও সৃষ্টির মন আকর্ষণের উদ্দেশ্যে ইবাদতকে সুশোভিত করা। যেমন এক মুসলিম আল্লাহর উদ্দেশ্যে সৎকাজ করে, আল্লাহর জন্য নামায পড়ে; কিন্তু লোকের সামনে তাদের প্রশংসা লুটার উদ্দেশ্যে তার সৎকর্ম ও নামাযকে সুন্দর রূপে সুশোভিত করে— এরূপ কাজ ছোট শিরক। আল্লাহ বলেনঃ

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبۡطِلُواْ صَدَقَٰتِكُم بِٱلۡمَنِّ وَٱلۡأَذَىٰ كَٱلَّذِي يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ ﴿٢٦٤﴾ ﴾

البقرة: ٢٦٤

অর্থঃ "হে মু'মিনগণ! কৃপা প্রকাশ ও কষ্ট দান করে নিজেদের দানগুলো ব্যর্থ করে ফেলো না, সে ব্যক্তির ন্যায় যে নিজের ধন ব্যয় করে লোক দেখানোর জন্যে অথচ আল্লাহ ও পরকালে সে বিশ্বাস করে না।" (সূরা বাকারাঃ ২৬৪)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

حدَّثَنا سُفْيانُ عَنْ سَلَمَةَ قالَ: سَمِعْتُ جُنْدَبًا يقولُ: قالَ النَّبِيُّ ﷺ - ولم أسمع أحدًا يَقولُ: قالَ النَّبِيُّ ﷺ غَيْرَهُ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَسَمِعْتُهُ يَقولُ: قالَ النَّبِيُّ ﷺ -: «مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ، ومَنْ يُرائي يُرائي اللهُ بِهِ». (رواه البخاري)

অর্থঃ সুফয়ান সালামাহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি জুনদুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বলতে শুনেছি, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, সালামা আরো বলেন যে, (এই বর্ণনার ক্ষেত্রে) জুনদুব ব্যতীত আর কাউকে বলতে শুনিনি যে সে বলেছে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আমি জুনদুবের নিকটবর্তী হই অতঃপর তাঁকে বলতে শুনি, তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি অন্যাকে শুনাবার জন্য আমল করবে আল্লাহ তাকে কিয়ামতের মাঠে কথা শুনাবেন। আর যে ব্যক্তি লোককে দেখানোর জন্য আমল করবে আল্লাহ তাকে (কিয়ামতের মাঠে) সকলের সামনে তার মুখোশ খুলে দিবেন অর্থাৎ তার গোপন মতলব দেখিয়ে দিবেন। (বুখারী)

«عن رافع بن خديج أن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكَ الأَصْغَرَ» قالوا: يارسول الله

وما الشرك الأصغر؟ قال: «الرِّيَاءُ يُقَالُ لِمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا جَاءَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ: اذْهَبُوا إِلى الَذِينَ كُنْتُمْ تُرَاؤُونَ فَاطْلُبُوا ذَلِكَ عِنْدَهُمْ». (الطبراني، إسناده حسن)

অর্থঃ রাফে বিন খাদিজ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আমি তোমাদের উপর সবচেয়ে যে জিনিসের ভয় করছি সেটি হচ্ছে শিরকে আসগর (ছোট শিরক), সাহাবাগণ বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! ছোট শিরক কি? তিনি বললেনঃ রিয়া অর্থাৎ লোক দেখানি আমল, (কিয়ামতের দিন) মানুষ যখন নিজ আমল নিয়ে আসবে তখন রিয়াকারদের বলা হবে তোমরা তাদের নিকট যাও যাদেরকে দেখিয়ে তোমরা আমল করতে এবং তাদের কাছে সেই আমলের প্রতিফল কামনা কর। (তাবারানী, উত্তম সনদ)

খ) "আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারোর নামে কসম (শপথ করা)" নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহর (আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে) কসম খায় সেটি শিরকে খাফী (গুপ্ত) শিরক এবং ইবনে আব্বাসের ব্যাখ্যানুযায়ী, কোন ব্যক্তি তার সঙ্গীকে আল্লাহ ও আপনি যা চেয়েছেন (তাই হয়েছে) বলা ছোট শিরক। তদানুরূপ যদি আল্লাহ তারপর অমুক না থাকত (তাহলে এই হত) বলা বৈধ।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ তোমরা এবং অমুক যা চেয়েছে বলো না বরং আল্লাহ তারপর অমুক যা চেয়েছে বল। (সহীহ, মুসনাদে আহমাদ)

প্রচলিত শিরক

বর্তমানে আমাদের দেশে বিভিন্ন স্থানে ব্যাঙের ছাতার ন্যায় মাযার, খানকা এবং দরগা গজিয়ে উঠেছে। এগুলো শিরকের আখড়া। অনেকে উক্ত স্থান সমূহে গরু, ছাগল, মোরগ-মুরগী মানত করে যবাই করে রোগ থেকে মুক্তি লাভ, রুযী ও ছেলে ইত্যাদি কামনা করে। কবরের চারপাশে তাওয়াফ করে। সেখানে বাৎসরিক উরশ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ মেলায় অংশ গ্রহণকে পূণ্যের কাজ মনে করে। সেই জন্য ঐ সময় যানজট হয়। নর-নারীর ঢল নামে। জনগণের ভিড়ে দৃষ্টির আড়ালে অনেক অঘটন ঘটে যায়। সাধারণ মানুষ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে সম্পদ উপার্জন করে সেই সম্পদ খাজা বাবার পকেটে প্রবেশ করে। বাজারে গিয়ে মানুষ আলু-পটল কিনতে গিয়ে দর-দাম করে, যেখানে দু'পয়সা কম পায় সেখানে খরিদ করে; কিন্তু খাজা বাবার দরগায় কোন হিসাব নেই, দরদাম নেই যা আছে তাই অথবা কাছে না থাকলে চাঁদা তুলেও দেয়া হয়। কারণ তাদের বিশ্বাস খাজা বাবা হাজত ও মনের আশা পূরণকারী। ভক্তরা বলে, ডাকার মত ডাকতে পারলে কেউ ফিরে না খালি হাতে খাজা বাবার দরবারে। ঐ সমস্ত মাজার শিরকি কর্ম-কাণ্ড দেখে কবি দুঃখ করে বলেনঃ

তাওহীদের হায় এ চির সেবক ভুলিয়া গিয়াছে সে তাকবীর
দূর্গা নামের কাছা কাছি প্রায় দরগায় গিয়া লুটায় শির।
ওদের যেমন রাম নারায়ণ এদের তেমন মানিক পীর
ওদের চাউল ও কলার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে এদের ক্ষীর।

হায় আফসোস! এধরণের মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? যে বান্দা নামাযে—

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝﴾ الفاتحة: ٥

আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি।) পাঠ করে সে কেমন করে মাযারে গিয়ে হাজত পূরণের প্রার্থনা করে? আখিরাতের পরিত্রাণের জন্য খাজা বাবার উপর ভরসা করে?

পীর

বর্তমানে মুসলিম সমাজের অধিকাংশ মানুষ কোন না কোন পীরের মুরীদ। তাদের বিশ্বাস পীর না ধরলে পরিত্রাণ নেই। সেই জন্য মানুষ দলে দলে পীরের মুরীদ হয়। মুরীদগণ পীরের সব কিছু পূত-পবিত্র মনে করে। পীরের অবশিষ্ট পানীয় বা খাবার বরকতময় জ্ঞান করে, ফলতঃ তা গ্রহণ করার জন্য ঠেলাঠেলি শুরু হয়। পা ও শরীর ধৌত করা ব্যবহৃত পানি তাবাররুক হিসেবে বিতরণ করা হয়। কেউ হাতে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে শরীরের মেখে নেয় আবার কেউ ভবিষ্যতে বরকত হাসিল করার আশায় বোতলে ভরে নেয়। শয়নে-স্বপনে, নিদ্রায় জাগরণে, আপদে-বিপদে সর্বক্ষেত্রে পীর বাবাকেই ডাকে এবং স্মরণ করে। আবার কেউ পীর বাবার ছবি গলায় ঝুলিয়ে রাখে। পীরকে এমন ভয় করে যে তার অসম্মানকে ধ্বংসের কারণ মনে করে। এই বিশ্বাস পোষণ শিরকে আকবার। এ প্রকার মানুষেরা তৎকালীন মুশরিকদের চেয়েও নিকৃষ্ট বা অধম। কারণ তারা অন্য সময় আল্লাহকে ভুলে গেলেও বিপদের সময় তাঁকে ডাকত।

আল্লাহ বলেনঃ

﴿ فَإِذَا رَكِبُوا۟ فِى ٱلْفُلْكِ دَعَوُا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّىٰهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٦٥﴾ ﴾ العنكبوت: ٦٥

অর্থঃ তারা যখন জলযানে আরোহণ করে তখন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ ডাকে অতঃপর তিনি যখন স্থলে এনে তাদের উদ্ধার করেন, তখনই তারা শরীক করে।" (সূরা আনকাবূতঃ ৬৫)

কিন্তু বর্তমানে পীর ভক্তরা বিপদে পতিত হলে আল্লাহকে না ডেকে ইয়া খাজা বাবা রক্ষা কর বলে আর্তনাদ করে। সুতরাং তারা সে যুগের মুশরিকদের চেয়ে জঘন্য। আল্লাহকে ডাকা, তাঁর কাছে পরিত্রাণ কামনা করা সবই ইবাদত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

«إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ».

অর্থঃ যখন চাবে এবং সাহায্য প্রার্থনা করবে তখন আল্লাহর কাছে চাবে এবং সাহায্য প্রার্থনা করবে। (তিরমিযী, উত্তম, সহীহ)

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারোর কাছে কোন কিছু চাওয়া, পরিত্রাণ কামনা করা শিরক এবং তাওহীদে ইবাদতের পরিপন্থী।

পীর ভক্তরা ধারণা করে থাকে যে, আমরা সাধারণ মানুষ আমাদের ইবাদত, দু'আ পীরের মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে পৌঁছবে। কারণ আমরা পাপী-তাপী মানুষ। আমাদের আমল আল্লাহর কাছে সরাসরি পৌঁছবে না এবং পীর সাহেবরা কিয়ামতের দিন সুপারিশ করে পার করে দিবেন। সেই জন্য তারা পীরের উপর সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করে দায় মুক্ত হয়েছে। আর পীর সাহেবরাও তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। কারোর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে চাওয়া বা ইবাদত করা শিরকে আকবার। আল্লাহ তৎকালীন মুশরিকদের কথা নকল করে বলেনঃ

﴿ مَا نَعۡبُدُهُمۡ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلۡفَىٰٓ ﴾ الزمر: ٣

অর্থঃ "আমরা তাদের এজন্য ইবাদত করি যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়।" (সূরা যুমারঃ ৩)

তারা এও বলতঃ

﴿ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ ﴾ يونس: ١٨

অর্থঃ "এবং বলতঃ এরা তো আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী।" (সূরা ইউনুসঃ ১৮)

বর্তমান যুগে যারা পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী তারাও ঐ কথা বলে যে, আমরা প্রতিমা পূজার মাধ্যমে ভগবানের নৈকট্য লাভ করতে চাই। তাহলে পীর-মুরীদ এবং মুশরিকদের মধ্যে পার্থক্য রইলো কোথায়? মূলকথা হল এই আকীদাহ বিধর্মীদের কাছে ধার করা।

পীর বাবারা সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দিয়ে এই বলে বোকা বানিয়ে রেখেছে যে, কিয়ামতের দিন তাদের সুপারিশকারী হবেন, কাজে আসবেন! তাদের এই কথা কত দূর সত্য আল্লাহর বাণী পাঠ করলে পাঠকগণ উপলব্ধি করতে পারবেন।

আল্লাহ বলেনঃ

﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا ﴿٤٨﴾ ﴾ البقرة: ٤٨

অর্থঃ "তোমরা ভয় কর সেই দিবসকে যে দিবসে কেউ কারোর কাজে আসবে না।" (সূরা বাকারাঃ ৪৮)

﴿ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿١٦٤﴾ ﴾ الأنعام: ١٦٤

অর্থঃ "যে আত্মা (ব্যক্তি) যে কাজ করবে সেটি তারই জন্য, কেউ কারোর বোঝা বহন করবে না।" (সূরা আনআমঃ ১৬৪)

﴿ مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٤٦﴾ ﴾ فصلت: ٤٦

অর্থঃ "যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে তা সে নিজের জন্য করবে। আর যে ব্যক্তি কুকর্ম করবে তা তার উপর বর্তাবে আপনার প্রতিপালক বান্দাদের জন্য যালিম নন।" (সূরা ফুসসিলাতঃ ৪৬)

﴿ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ۖ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ ﴿١٩﴾ ﴾

الانفطار: ١٩

অর্থঃ "সে দিন কোন নফস (মানুষ) কোন নফসের (মানুষের) মালিক হবে না এবং সেদিন সব কর্তৃত্ব হবে আল্লাহর।" (সূরা ইনফিতারঃ ১৯)

অন্যত্র বলেনঃ

﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ۖ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ ۚ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٩٤﴾ ﴾ الأنعام: ٩٤

অর্থঃ "তোমরা আমার কাছে নিঃসঙ্গ এসেছ, যেভাবে আমি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম। তোমাদের সাথে তোমাদের সুপারিশকারীদেরকে দেখছি না, যাদের সম্পর্কে তোমাদের দাবী ছিল যে, তারা তোমাদের ব্যাপারে অংশীদার। বাস্তবিক তোমাদের পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমাদের দাবী উধাও হয়ে গেছে।" (সূরা আনআমঃ ৯৪)

কিয়ামতের ভয়াবহতা এমন যে সে মুহূর্তে কোথায় থাকবে পীর ও কোথায় থাকবে তার মুরীদ! কেউ কারোর সঙ্গে থাকবে না।

عن أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حينَ أنْزَلَ اللهُ: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ﴾ قالَ: «يا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، - أوْ كَلِمَةً نَحْوَها - اشْتَرُوا أنْفُسَكُمْ، لا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا. يا بَني عَبْدِ مَنافٍ، لا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا، يا عَبّاسُ بنَ عَبْدِ المطَّلِبِ، لا أُغْني عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا، وَيا صَفِيَّةُ. عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ، لا أُغْني عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا. وَيا فاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ ﷺ، سَلِيني ما شِئْتِ مِنْ مالي، لا أُغني عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا». [البخاري: ٤٧٧١]

অর্থঃ আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ

﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾ ﴾ الشعراء: ٢١٤

অর্থাৎ "আপনি আপনার নিকটাত্মীয়কে সতর্ক করুন।" (সূরা শুআরাঃ ২১৪) আয়াতটি যখন অবতীর্ণ হয় তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দাঁড়িয়ে গিয়ে বলেন, হে কুরাইশের দল (অথবা এ ধরণের কোন শব্দ ব্যবহার করেন) (তোমরা তাওহীদ ও ইবাদতের দ্বারায়) নিজেদের আত্মাকে খরিদ কর অর্থাৎ মূল্যায়ন কর। আমি আল্লাহর নিকটে তোমাদের কোন কাজে আসতে পারব না। হে বনী আবদে মানাফ আমি আল্লাহর নিকট তোমাদের উপকার করতে পারব না, হে আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র আব্বাস

আমি আল্লাহর নিকট আপনার কোন উপকার করতে পারব না। হে রাসূলের ফুফু সাফীয়াহ আমি আল্লাহর কাছে আপনার কোন কাজে আসব না। হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কন্যা ফাতিমা তুমি আমার সম্পদ থেকে যা ইচ্ছা চেয়ে নাও আমি আল্লাহর কাছে তোমার কোন কাজে আসব না। (সহীহ বুখারী)

কিয়ামতের দিবসে নবীগণও ভয়ে ভীত হয়ে নাফসী নাফসী করবেন। বিশ্ব নবী যদি তাঁর কন্যা ফাতিমার কোন উপকার না করতে পারেন, নবীগণও যদি নাফসী নাফসী করেন!! তাহলে পীরেরা কোন সাহসে সাধারণ মানুষের সুপারিশ বা উপকারের কথা চিন্তা করে? তারা এও বলে থাকে যে দুনিয়ার কোর্টে যেমন সাধারণ মানুষ হাকিম সাহেবের সামনে কথা বলতে সাহস পায় না উকিলের মাধ্যমে কথা বলে, তেমনি আখেরাতে আল্লাহর কোর্টেও উকিলের প্রয়োজন। পীরেরা হচ্ছে আখেরাতে আল্লাহর কোটের উকিল। আল্লাহর আদেশ ছাড়াই তারা নিজেদেরকে আল্লাহর কোর্টের উকিল বানিয়ে নিয়েছে। দুনিয়ার কোর্টে উকালতি করতে হলে কাগজ-পত্র পেশ করতে হয় ও ডিগ্রীর প্রয়োজন হয়; কিন্তু তারা আল্লাহর কোর্টে এমনি উকিল হয়েছে। গাঁয়ে মানে না আপন মোড়ল। আল্লাহর কোট ও বিচারের সাথে দুনিয়ার কোর্ট ও বিচারের সাদৃশ্য কত বড় বেয়াদবী তাদের হুশ করা প্রয়োজন। আল্লাহর বিচারালয় ও দুনিয়ার বিচারালয় কি এক? আল্লাহর সাথে দুনিয়ার বিচারপতির কি কোন তুলনা হয়? কখনো না। দুনিয়ার বিচারপতি সর্বজ্ঞাত নয়। আয়না ছাড়া চেহারা ও পিঠ দেখতে সক্ষম নয়। কেউ মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে ডিগ্রী করিয়ে নিলে তার টেরই পায় না। ঘটনা স্থলে উপস্থিত না থাকলে কারোর মাধ্যম ছাড়া তা জানতে অক্ষম। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ তিনি অন্তর্যামী, সর্বজ্ঞাত, কোথায় কি ঘটছে সবই তাঁর জ্ঞানায়ত্তে। তার নিকটে কেউ কিছু ব্যক্ত করুক অথবা গোপন করুক তিনি সবই জানেন। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ﴾

অর্থঃ "আল্লাহ অন্তরের খবর জানেন।" (সূরা আলে ইমরানঃ ১৫৪)

সুতরাং পীরের উকালতির প্রয়োজন নেই। তাদের এও জেনে রাখা দরকার যে স্রষ্টার সাথে কোন সৃষ্টির সদৃশ স্থাপন শিরক যা তাওহীদ বিরোধী বা আমল কবুলের শর্তের পরিপন্থী।

পীরদের ভেল্কিবাজি বা চালাকি

পীররা কেরামতির নামে যাদু, জ্বীন দ্বারা অনেক অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়ে থাকে। ফুঁক মেরে শুন্যে আগুন ধরিয়ে দেয়। নিখোঁজ হয়ে যাওয়া জিনিস কোথায় আছে খানকায়ে বসে বলে দেয়। আসল কথা হল কোন সময় তারা তাদের উপস্থিত বুদ্ধি, আবার কোন সময় জ্বীন দ্বারা ঐ আজবলীলা প্রদর্শন করে থাকে। আবু তাহের বর্ধমানী (রহঃ) তাঁর (পীর তন্ত্রের আজব লীলা), নামক পুস্তকে পীরদের ভেল্কি বা চালাকির কথা উল্লেখ করেছেন; তার দু'একটি নমুনা নিম্নরূপঃ

এক পীরের আড্ডায় পীর ও তার ভক্তদেরকে বিকট চিৎকার করে হেলে-দুলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনা করে যিকির করতে দেখে এক হাজী সাহেব বলেছিলেন, তোমরা যিকির করো তো এতো নাচো কেন? সঙ্গে সঙ্গে পীর বাবাজী উত্তর দিলেন, বাবা কেবল হাজী হলেই হয় না, কুরআনের খবর-টবর রাখতে হয়। এই বলে পড়তে শুরু করেন, কুল আউযো বেরব্বিন নাছে, মালেকিন নাছে, ইলাহিন নাছে, মিন শাররিল ওয়াছ ওয়াছিল খান্নাছে আল্লাযী ইউ ওয়াছ বিছু ফী সুদুরিন নাছে, মিনাল জিন্নাত ওয়ান নাছে। অর্থাৎ রব নাচে মালেক নাচে, ইলাহি নাচে, জ্বীন-ইনসান সবাই নাচে, নাচে না কেবল খান্নাস।

এক পীরের কাছে কোন লোক গেলেই এক গ্লাস পানি আনতো। তারপর ঐ পানিতে লাঠির মাথাটা একটু ডুবিয়ে বলত, নে বেটা খেয়ে নে। ভক্ত পানি খেয়ে দেখে একেবারে মিসরীর শরবত; কিন্তু পীর যে আগেই কাম সেরে রেখেছে তা আর ক'জনে জানে। লাঠির মাথায় সেকারিন দিয়ে রেখেছে।

এক মুনসেফ সাহেবের একটা ছেলে হারিয়ে গিয়েছিল। বিচলিত হয়ে মুনসেফ সাহেব জনৈক পীর সাহেবের কাছে গেলেন। দূর থেকে মুনসেফ সাহেবকে দেখে পীরের জনৈক ভক্ত পীরের কানে কানে বলে দিল যে, হুজুর আজ তিন দিন হল মুনসেফ সাহেবের ছেলে হারিয়েছে, তাই আপনার কাছে আসছেন। সামনে যেতেই কোন কথা না শুনেই চোখ বন্ধ করে ঘাড় হেলিয়ে-দুলিয়ে পীর বলতে লাগল, মুনসেফের বেটা! মাত্র তিন দিন হল। ধৈর্য ধরো, ধৈর্য ধরো, ফল পাবে, ফল পাবে। মুনসেফ শুনেই অবাক, একি! কেমন করে ইনি জানলেন যে, আমি ছেলের জন্য এসেছি এবং আমার ছেলে তিন দিন হল হারিয়েছি? যাক, তিনি আবেদন করে চলে গেলেন। আল্লাহর ইচ্ছায় ছেলেটি কয়েক দিন পর ফিরে এলো। পীরের ভক্ত এ রিপোর্টটাও দিয়ে দিল। ছেলে

ফিরে আসায় মুনসেফ সাহেব খুশী হয়ে কিছু উপঢৌকন নিয়ে পীরের কাছে যেতেই সেই আগের ভঙ্গিমায় বলতে লাগল, মুনসেফের বেটা, বলি নাই যে ধৈর্য ধরো, ফল পাবে। কি হল– ছেলে এসেছে তো? বাবা ভেদ আছে ভেদ আছে।

মোটকথা আউট বুদ্ধি খাটিয়ে পীররা তাদের ব্যবসাকে ঠিক রেখেছে। আর জনমত তাদের অন্ধভক্ত হয়ে পা চাঁটতে শুরু করেছে। পীরদের কর্মকাণ্ড শিরক থেকে মুক্ত নয়। তারা ভক্তদের নিকট হতে সেজদাও পেতে চায়।

পীরদের সেজদার দাবী

অনেক পীর বলে থাকেন যে, তা'জিমের (সম্মানের) সেজদা হালাল। সেজন্য তারা মুরীদের কাছ থেকে সেজদা নিয়ে থাকেন। তারা বলেন, ফেরেশতারা যখন আদমকে সেজদা করেছিলেন, তখন মুরীদরা কেন পীরকে সেজদা করবে না? তারা আরও বলে ইবলিস যেমন আদমকে সেজদা না করে শয়তান হয়ে গেছে, ঠিক তেমনি কোন মুরীদ যদি তার পীরকে সেজদা না করে, সেও শয়তান হয়ে যাবে। এই ফতোয়ার পর কোন অন্ধভক্ত আর ঠিক থাকতে পারে? তাই দেখা যায় দলে দলে সব ভক্তরা এসে পীরের সেজদা করে থাকে। পীর সাহেবও এডিশনাল গড সেজে দাঁতের গোড়ায় গোড়ায় হাসতে হাসতে সেজদা গ্রহণ করে। পীর মরে গেলেও ছাড়াছাড়ি নেই। ভক্তরা কবরে যেয়ে মাথা ঠুকতে থাকে; কিন্তু এই ভ্রান্তের দল এতটুকু বুঝতে সমর্থ হল না, যে ফেরেশতা আর মানুষ কখনো এক জীব নয়। ফেরেশতারা যা করে মানুষের জন্য তা করণীয় নয়; আর মানুষ যা করে, ফেরেশতাদের জন্য তা করণীয় নয়। তাছাড়া আল্লাহ ফেরেশতাদের আদেশ দিয়েছিলেন যে, আদমকে সেজদা কর, তাই তারা সেজদা করেছিল; কিন্তু এই পীর নামধারী জীবগুলোকে কে হুকুম দিয়েছে যে মানুষ হয়ে মানুষকে সেজদা করতে হবে? পীররা কি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উম্মত নয়? যদি উম্মত হয় তাহলে শেষ নবী যে শরীয়ত রেখে গেছেন তাই তাদেরকে মানতে হবে। তাঁর আগে কোন বিধি-বিধান মানা যেতে পারে না। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আগে আদম (আলাইহিস সালাম)-এর যুগে আপন ভাই বোনে বিয়ে হালাল ছিল, অন্য নবীদের যুগে শত সহস্র স্ত্রী হালাল ছিল, মদ হালাল ছিল। তাই বলে কি এই পীর সাহেবরা আপন বোনকে বিয়ে করবে? মদপান চালু করবে? আসল কথা হল ইসলাম ধর্মে আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য সেজদা বৈধ নয়।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

" فإنِّي لو كنتُ آمِرًا أحدًا أن يسجُدَ لأحَد لأمَرْتُ النِّساء أن يسجُدن لأزواجهنَّ لما جعلَ الله من حَقِّهم عليهنَّ "

[البيهقي]

অর্থঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ "আমি যদি কাউকে কারোর জন্য সেজদা করার আদেশ দিতাম তাহলে মহিলাদেরকে নিজ স্বীমার জন্য সেজদা করতে আদেশ দিতাম। কারণ আল্লাহ তাদের উপর স্বামীর অনেক হক নির্ধারণ করেছেন।" (বায়হাকী)

মোটকথা পীরদের কর্মকাণ্ড শিরক থেকে মুক্ত নয় যা আমল কবুলের প্রথম শর্ত তাওহীদ বা একত্ববাদের পরিপন্থী।

মাযার

এর পূর্বে পীরের জীবিতাবস্থার কথা বলা হয়েছে। এবার পীর মরে গেলে কি হয় তা দেখা যাক। পীর মরে গেলে তার কেস্‌সা শেষ হয়ে যায় না; বরং তার মৃত্যুর পর কেরামতি দ্বিগুণ হয়ে যায়। সে জন্য ভক্তরা তার কবর পাকা করে ও পাশে বিল্ডিং নির্মাণ করে, কবরকে চাদর দিয়ে ঢেকে আগর বাতি জ্বালায়। তাওয়াফ করে সিজদা করে। শত শত মানুষ নিজ মনোবাসনা পূরণের আশায় দূর দূরান্ত থেকে সমবেত হয়। এ সমস্ত কাজের পিছনে মনের মনি কোঠায় লুকিয়ে থাকা একটি শক্তি কাজ করে, সেটি হচ্ছে, পীর-ওলী মরে গেলেও তাদের কেরামতি মরে যায় না। কবরের ভেতর থেকে অনেক কিছু করার ক্ষমতা রাখে এই তাদের বিশ্বাস। হায় আফসোস! মানব জাতি শ্রেষ্ঠ জাতি হয়েও বুঝতে পারে না যে, জীবনের অবসান ঘটলে তার কোন শক্তি থাকে না? মানুষ কবরের গর্ভে গভীর পানিতে ডুবন্ত ব্যক্তির ন্যায় অসহায়। মৃত্যুর পর যদি কারো কিছু করার শক্তি থাকত তাহলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর থাকত; কিন্তু না তাঁরও নেই। তাই সাহাবাগণ নবীজির মৃত্যুর পর তাঁর চাচা আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর উসীলায় পানির জন্য দু'আ করছিলেন, নবীজির কবরের কাছে নয়। বিশ্ব নবী যাঁর অগ্র পশ্চাতের পাপ মার্জিত তাঁর যদি মৃত্যুর পর মঙ্গল-অমঙ্গলের ক্ষমতা না থাকে তাহলে আর কার থাকতে পারে?

চিন্তা করুন হে পাঠক! এ আলোচনা থেকে জানতে পারলাম যে মাযারগুলো শিরকের আখড়া। আমল কবুলের শর্তের পরিপন্থী।

পাকা কবর

উপমহাদেশে কবর পাকা করার প্রবণতা খুব বেশি। কারণ ঐ এলাকার অনেক মানুষ মনে করে কবর পাকা করা পুণ্যের কাজ। সেই জন্য রাস্তার পাশে, চৌমাথায়, বটতলায় পাকা কবর নযরে পড়ে। আবার অনেকে স্মৃতির জন্য পাকা করে নাম প্লেট বসায় অথবা পাকা দেয়ালে খোদাই করে নাম, উপাধি ও মৃত্যুর তারিখ লেখে। (আলহাজ খোদা বখশ তাং ২৫ শে রমযান) ইত্যাদি। এ সমস্ত কাজ বিদআত এবং শিরকের ঠিকাদার।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই কাজ করতে নিষেধ করেছেনঃ

عن جابر رضي الله عنه أنه ﷺ نَهَى عن تَجصِيص القَبْر وأن يُبْنى عَلَيه . (رواه مسلم)

অর্থঃ জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কবর পাকা ও তার উপর বিল্ডিং নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন। (সহীহ মুসলিম)

عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنه ﷺ نَهَى عن تَجصِيص القَبور أَوْ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا [أبو داود: ٣٢٢٦] .

অর্থঃ আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কবরসমূহকে পাকা এবং তার উপর লিখতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ)

কবরকে কেন্দ্র করে পুণ্যের আশায় মেলা, অনুষ্ঠান এবং যাত্রা করা নিষেধ।

عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنه ﷺ قال: لَا تَجْعلوا

قَبْري عيدًا فإن صلاتكم تبلُغُني حيثُ كنتم .

অর্থঃ আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমরা আমার কবরকে উৎসবে পরিণত কর না। নিশ্চয় তোমরা যেখান থেকে দরূদ প্রেরণ কর সেখান থেকে আমার কাছে পৌঁছে যায়। (আবু দাউদ)

" لا تشدُّ الرِّحال إلا إلى ثلاثةِ مساجدَ المسجدِ الحرَام ومسجدِ الأقصى ومسجدِي هذا " (متفق عليه)

অর্থঃ আমার এই মসজিদ, মসজিদে হারাম এবং মসজিদে আকসা, এই তিনটি মসজিদ ব্যতীত (পুণ্যের আশায়) ভ্রমণ করা যাবে না। (বুখারী-মুসলিম)

আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে কবর পাকা বিদআত ও শিরকের পোস্ট অফিস। এর প্রমাণে আল্লাহ বলেনঃ

﴿ وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾ ﴾ نوح: ٢٣

অর্থঃ "তারা বলত, তোমরা তোমাদের উপাস্যকে ত্যাগ কর না এবং ত্যাগ কর না ওয়াদ, সুয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নাসরকে।" (সূরা নূহঃ ২৩)

উল্লিখিত প্রতিমাগুলো আসলে এক একটি সৎলোকের নাম। তাদের মৃত্যুর পর পরবর্তীরা তাদেরকে প্রতিমায় পরিণত করেছে।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

" عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما : صَارَتِ الأَوْثانُ التي كانَتْ في قَوْمِ نُوحٍ في العَرَبِ بَعْدُ، أَمّا وَدٌّ: فكانَتْ لِكَلْبٍ بدَوْمَةِ الجَنْدَلِ، وأمّا سُواعٌ: فكانَتْ لِهُذَيْلٍ، وأمّا يَغُوثُ: فكانَتْ لِمُرادٍ ثُمَّ لِبَني غُطَيْفٍ، بِالجُرُفِ

عِنْدَ سَبإٍ، وأمّا يَعُوقُ: فَكانَتْ لِهَمْدَانَ، وأمّا نَسْرٌ: فَكانَتْ لِحِمْيَرَ، لآلِ ذِي الكَلاعِ، أَسْماءُ رِجالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ، فَلَمّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطانُ إلى قَوْمِهِمْ أَنِ انْصِبوا إلى مَجَالِسِهِمُ الَّتي كانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصابًا وَسَمُّوها بِأَسْمائِهِمْ، فَفَعَلُوا، فَلَمْ تُعْبَدْ، حتى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَتَنَسَّخَ العِلْمُ عُبِدَتْ" [البخاري: ٤٩٢٠]

অর্থঃ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, আরবের কওমে নূহের কিছু প্রতিমা ছিল যেমনঃ "উদ" প্রতিমা ছিল দাওমাতুল জানদালে কালব গোত্রের জন্য, "সুআ" প্রতিমাটি ছিল হুযায়েল গোত্রের জন্য, আর "ইয়াগুস" প্রতিমাটি ছিল মুরাদ ও বানী গোতাইফের জন্য সাবার নিকটে জুরুফ স্থানে, "ইয়াউক্ব" প্রতিমাটি ছিল হামদান গোত্রের জন্য এবং "নাসর" প্রতিমাটি ছিল হিমইয়ার গোত্রের আলে যিলকেলার জন্য। এগুলো কওমে নূহের সৎ ব্যক্তিদের নামসমূহ। তাঁরা যখন মারা যান তখন শয়তান তাঁদের কওমের (বংশধরের) মনে কুমন্ত্রণা দেয় যে তাঁরা যেন সৎ ব্যক্তিদের বসার স্থানে মূর্তি তৈরি করে এবং তাদের নামে নামকরণ করে। অতঃপর তারা তাই করে। তবে তাদের পূজা করা হয়নি; কিন্তু ঐ বংশধররা যখন গত হয়ে যায় এবং (মূর্তি তৈরির ঘটনা) যখন মানুষ ভুলে যায় তখন মূর্তি পূজা আরম্ভ হয়। (বুখারী)

ইবনুল কাইয়্যিম বলেন, সালাফগণ বলেছেন যে, তারা তাদের মূর্তি তৈরী করার পূর্বে অন্তরে মুহাব্বত রেখে তাদের কবরে বার বার যেত তারপর তারা তাদের মূর্তি তৈরী করে। অতঃপর যখন অনেক দিন গত হয়ে যায়, তখন ইবাদত শুরু করে। (ফাতহুল মাজিদ পৃঃ১৯২)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

"اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وثَنًا يُعبدُ، اشتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلى قَوْمٍ اتَّخذُوا قُبورَ أنبياءِهم مسَاجدَ" [الموطأ ص ١٧٢]

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি আমার কবরকে পূজার প্রতিমায় পরিণত কর না। আল্লাহ ঐ কওমের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়েছেন যারা তাদের নবীগণের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। (মুআত্তা)

عَنْ جُنْدَبٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ، وَهُوَ يَقُولُ:((... فذكر الحديث وفيه ألاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَالِكَ)). (رواه مسلم)

জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে তাঁর মৃত্যুর কেবল পাঁচ দিন পূর্বে বলতে শুনেছি, (........) "সতর্ক হয়ে যাও, তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাদের নবীগণও সৎ ব্যক্তিদের কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করত। খবরদার তোমরা কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করো না। নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে ঐ কাজ করতে নিষেধ করছি।" (সহীহ মুসলিম)

সুতরাং জানা গেল যে, কবর পাকা করা বা বাঁধানো শরীয়ত বিরোধী ও বিদআত কাজ, যা দ্বারা মানুষ ক্রমশ কবর পূজায় পতিত হয়। সেই জন্য সাহাবাগণ ঐ কাজ বন্ধ করার প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। এর প্রমাণে একটি ঘটনা আপনাদের সমীপে উল্লেখ করছি, যেটা মুহাম্মাদ বিন ইসহাক তার মাগাযী গ্রন্থে ইউনুস বিন বাকের থেকে বর্ণনা করেন। তিনি আবু খালজা খালিদ বিন দিনার হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবু আলিয়া বলেছেনঃ যখন আমরা ইরানের শহর "তুসতার" বিজয় করলাম তখন হুরমুযানের বাইতুল মালে একটি আর্ট দেখতে পেলাম, তার উপরে রয়েছে একটি লাশ। মাথার পাশে রয়েছে একটি সহীফা। আমরা সহীফাটি নিয়ে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকটে উপস্থিত হলাম। তিনি কাআব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে ডাকলেন, কাআব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এটিকে আরবীতে অনুবাদ করলেন।

আরবীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম এটি পাঠ করলাম। এটিকে আমি কুরআনের সুরেই পাঠ করেছিলাম। আমি আবু আলিয়াকে জিজ্ঞাসা করলাম। সেখানে কি

লেখা ছিল? তিনি বললেনঃ তোমাদের চরিত্র, তোমাদের কর্ম, তোমাদের কথাবার্তা, ভুল-ভ্রান্তি ও ভবিষ্যত বাণী। আমি বললাম, এই ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার ধারণা কি? তিনি বললেন, এই ব্যক্তি ছিলেন দানিয়াল (আলাইহিস সালাম)। আমি প্রশ্ন করলাম, তিনি কতদিন পূর্বে মারা গেছেন? তিনি বললেনঃ আনুমানিক তিনশত বছর। আমি বললাম তার শরীরে কোন অংশ কি পরিবর্তন হয় নি? তিনি বললেন, না। তবে চুলের কিছু অংশ বিকৃত ঘটেছিল।

নিশ্চয় নবীগণের (শরীরের) গোশ্ত মাটি ভক্ষণ করে না। প্রাণীরাও তা খায় না। আমি বললাম, এসব দেহ হতে তারা কি করত? তিনি বললেন, যখন আসমান পানির দরজা বন্ধ করে দিত, তখন তারা এই মৃত দেহকে বাইরে নিয়ে আসত। আমি প্রশ্ন করলাম আপনারা এ মৃত দেহ কি করলেন? তিনি বললেন, আমরা দিনের বেলায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তেরটি কবর খনন করলাম। অতঃপর রাত্রিতে তাকে একটি কবরে দাফন করলাম যাতে সঠিক কবর কেউ খুঁজে বের করতে না পারে।

তাবীজ

বদ নযর, রোগ ও আপাদ-বিপদ থেকে মুক্তি লাভের আশায় আমাদের সমাজে কতিপয় মানুষকে হাতে, কোমরে, গলায় লোহার অথবা তামার মাদুলি ঝুলাতে দেখা যায়। এ সকল কাজ শিরক।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

"من عَلَّقَ تميمةً فقدْ أشرَكَ" [أحمد: ٤/ ١٥٤، ١٥٦]

অর্থঃ "যে ব্যক্তি তাবীজ ঝুলালো সে শিরক করল।" (আহমাদ)

عن عَبْدِ الله قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ» [أبو داود: ٣٨٨٣]

অর্থঃ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি (শিরকি বুলি মিশ্রিত) ঝাড়-ফুঁক, তাবীজ এবং যোগ মাদুলী (ঝুলানো) শিরক। (আবু দাউদ, আহমাদ)

"عن زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ الله، عن عَبْدِ الله قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ». قالَتْ قُلْتُ: لِمَ تَقُولُ هٰذا، وَالله! لَقَدْ كَانَتْ عَيْنِي تَقْذِفُ، فَكُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى فُلَانٍ الْيَهُودِيِّ يَرْقِينِي، فَإِذَا رَقَانِي سَكَنَتْ. فقالَ عَبْدُ الله: إِنَّمَا ذَلِكِ عَمَلُ الشَّيْطَانِ كَانَ يَنْخُسُهَا بِيَدِهِ فَإِذَا رَقَاهَا كَفَّ عَنْهَا، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكِ أَنْ تَقُولِي كَما كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقُولُ: «أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سُقْمًا» [أبو داود: ٣٨٨٣]

অর্থঃ আব্দুল্লাহর স্ত্রী আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, শিরক মিশ্রিত কথা, ঝাড়-ফুঁক, তাবীজ এবং যোগ মাদুলী শিরক, তিনি বললেন, আমি বললাম, তুমি এরূপ কথা বলছ কেন? আল্লাহর কসম আমার চোখ কড়-কড় করত যার জন্য আমি জনৈক ইয়াহুদীর নিকটে যেতাম সে আমাকে ঝাড়ত, যখন ঝাড়ত তখনি আমার চোখ শান্ত হত। প্রত্যুত্তরে আব্দুল্লাহ বলেন, এটি শয়তানের কাজ, সে তার হাত দ্বারা চোখে খোচা মারত, যখন ঝাড়তো তখন খোচা মারা বন্ধ করত; বরং তোমার জন্য ঐ দু'আ বলা যথেষ্ট যা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতেনঃ

«أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سُقْمًا» [أبو داود: ٣٨٨٣]

অর্থঃ হে মানুষের রব, আপনি রোগ দূরীভূত করুন, আরোগ্য প্রদান করুন। আপনি আরোগ্য প্রদানকারী। আপনার আরোগ্য ব্যতীত কোন আরোগ্য নেই। আপনার আরোগ্য এমন যা কোন রোগকে বাদ দেয় না। (ইবনে মাযাহ,

ইবনে হিব্বান, হাকেম, ইমাম হাকেম হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন এবং ইমাম যাহাবী সেটি সমর্থন করেছেন। এ হাদীসের আলোকে একথা বলা যেতে পারে যে তাল পাতায় বা অন্য কিছুতে লেখে বাচ্চাদের গলায় ঝুলানো, গাভীর গলায় চামড়া ও আমড়ার আঁটি, পাকা ঘর তৈরির সময় ভাঙ্গা ঝুড়ি এবং গাড়ির সামনে জুতা ঝুলানো শিরকের অন্তর্ভুক্ত। কারণ উদ্দেশ্য ঐ বস্তগুলো আপদ-বিপদ ও বদ নযর থেকে রক্ষাকারী।

তাতাইয়ুর

অর্থাৎ পাখি উড়িয়ে ভাল-মন্দ বিচার করা বা ফাল গ্রহণ করা। শিরক। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

عَنْ عَبْدَ اللهِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: «الطِّيَرَةُ شِرْكٌ، الطِّيَرَةُ شِرْكٌ» ثَلَاثًا وَمَا مِنَّا إِلَّا ، وَلٰكِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ[أبو داود: ٣٩١٠]

অর্থঃ আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, পাখি উড়িয়ে ভাল-মন্দ ফল গ্রহণ করা শিরক, বাক্যটি তিনবার বলেছেন। আমাদের মধ্যে যে কেউ ঐ কাজ করবে সে শিরক করবে, তবে ভরসার মাধ্যমে আল্লাহ অনিষ্ট দূর করেন।

আজও এই শিরকি প্রথা আমাদের সমাজে বিদ্যমান। অনেকে বলে ডাইনের শিয়াল বামে গেল আজকের দিনটা ভাল যাবে না। ঘরের চালে পেচাঁ বসলে বলে, কপালে বিপদ আছে। আরো বলে থাকে যে, কার মুখ দেখলাম দিনটা ভাল যাবে না ইত্যাদি। আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন যে পেঁচা, শিয়াল, ভাঙ্গা ঝুড়ি এবং আমড়ার আঁটির মধ্যে ভাল-মন্দ নেই। ভাল-মন্দ সবকিছু আল্লাহর হাতে। তিনি কারোর মঙ্গল করার ইচ্ছা করলে তা বন্ধ করা এবং কাউকে শাস্তি দেয়ার ইচ্ছা করলে তা বন্ধ করার ক্ষমতা কারো নেই।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿ وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾ ﴾ الأنعام: ١٧

অর্থঃ "যদি আল্লাহ কারো ক্ষতি-সাধন করেন, তাহলে তিনি ছাড়া তা দূর করার কেই নেই। আর যদি তিনি কারো কল্যাণ করতে চান (তাহলে তাও করতে পারেন)। কারণ তিনিই তো সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। (সূরা আনআমঃ ১৭)

নক্ষত্র

আকাশের নক্ষত্র দেখে পৃথিবীতে কোথায় কি ঘটবে, কোথায় ঝড়-বৃষ্টি হবে তা নির্ধারণ করা। দ্বীন কানা কতিপয় মানুষ নক্ষত্র দেখে বলে এই নক্ষত্রে এই হয় এবং অমুক নক্ষত্রে অমুক হয়। এ সকল আকীদাহ-বিশ্বাস তাওহীদ বিরোধী বা শিরক।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

عَنْ زَيْدِ بْنِ خالِدٍ الجُهَنِيِّ أَنَّهُ قالَ: صَلَّى لَنا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلاةَ الصُّبْحِ بِالحُدَيْبِيَةِ عَلى إِثْرِ سَماءٍ كانَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ أَقْبَلَ عَلى النَّاسِ فَقالَ: «هَلْ تَدْرُونَ ماذَا قالَ رَبُّكُمْ؟» قالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قالَ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبادِي مُؤْمِنٌ بِي وكافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قالَ: مُطِرْنا بِفَضْلِ اللهِ ورَحْمَتِهِ، فَذٰلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كافِرٌ بِالكَوْكَبِ، وأَمَّا مَنْ قالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وكَذَا، فَذٰلِكَ كافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالكَوكَبِ». [البخاري: ١٠٣٨]

অর্থঃ যায়েদ বিন খালেদ আল-জুহানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাতে বৃষ্টি হওয়ার পর হুদাইবিয়ার প্রাঙ্গণে আমাদেরকে ফজরের নামায পড়ান। অতঃপর নামায শেষ করে আমাদের দিকে ফিরে বলেনঃ তোমাদের প্রতিপালক কি বলেছেন তা কি তোমরা জান? তারা বললেনঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভাল জানেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ আল্লাহ বলেনঃ "আমার বান্দার মধ্য হতে কেউ আমাকে বিশ্বাস করে প্রভাত

করল আবার কেউ আমাকে অবিশ্বাস করে প্রভাত করল। যে ব্যক্তি বললঃ আল্লাহর ফযল ও রহমতে আমাদের উপর বৃষ্টিপাত হয়েছে, সে আমার উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং নক্ষত্রের অবিশ্বাসী। আর যারা বললঃ অমুক-অমুক নক্ষত্রের কারণে বৃষ্টি হয়েছে, তারা আমাকে অস্বীকারকারী এবং নক্ষত্রের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী।" (বুখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ তায়ালা আকাশকে তিনটি কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেনঃ

" وقالَ قَتادَةُ: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَٰبِيحَ﴾ خَلَقَ هذِهِ النُّجُومَ لِثَلاثٍ: جَعَلَها زِينَةً للسَّماءِ، ورُجُومًا للشَّياطِينِ، وعَلاماتٍ يُهْتَدَى بِها، فَمَنْ تَأوَّلَ بِغَيْرِ ذٰلكَ أخْطَأَ وأضاعَ نَصِيبَهُ وتَكَلَّفَ ما لا عِلْمَ لَهُ بِهِ. [البخاري: ٣١٩٨]

অর্থঃ (আমি দুনিয়ার আকাশকে নক্ষত্র দ্বারা সুসজ্জিত করেছি) কাতাদাহ এই আয়াতটি পাঠ করার পর বলেনঃ আল্লাহ তায়ালা নক্ষত্রকে তিনটি কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন। (১) আকাশের সৌন্দর্য, (২) শয়তানের চাবুক, (৩) দিক নির্দেশনার প্রতীক। যে ব্যক্তি এ ছাড়া অন্য অর্থ করবে সে ভুল করবে, নিজের ভাগ্য বিনষ্ট করবে এবং অজানা বিষয়ে মাতুব্বরী করা হবে।

কুরআনের বাণীঃ

﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَٰبِيحَ وَجَعَلْنَٰهَا رُجُومًا لِّلشَّيَٰطِينِ ﴿٥﴾ ﴾ الملك: ٥

অর্থঃ "আমি সর্বনিম্ন আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুসজ্জিত করেছি। সেগুলোকে শয়তানের জন্য চাবুক বানিয়েছি।" (সূরা মূলকঃ ৫)

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهْتَدُوا۟ بِهَا فِى ظُلُمَٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴿٩٧﴾ ﴾ الأنعام: ٩٧

অর্থঃ তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্র পুঞ্জ সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা স্থল ও জলের অন্ধকারে পথ পাও।" (সূরা আনআমঃ ৯৭)

চন্দ্র ও সূর্য শোভা

চন্দ্র-সূর্যের গায়ে কখনো গোল রেখা পরিলক্ষিত হয়। ঐ রেখা যদি বড় হয় তাহলে বলা হয় নিকটে বৃষ্টি হবে আর ছোট হলে বলা হয় দূরে বৃষ্টি হবে।

ব্যাঙের বিয়ে

বর্ষা নামতে বিলম্ব হলে মানুষ অস্থির হয়ে যায়। বিশ্ব প্রতিপালককে ভুলে গিয়ে বর্ষণের আশায় ব্যাঙের বিবাহ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যায়। এ বিয়েতে মোটা অংকের টাকা খরচ করা হয়, অনুষ্ঠান করা হয়, ভোজ খাওয়া হয়। ভোজ খেতে গিয়ে ভীড়ের মধ্যে ঠেলা-ঠেলিতে আবার অনেকে আহত হয়। এ ধরণের সংবাদ পশ্চিম বাংলার দৈনিক সংবাদ পত্রেও প্রকাশিত হয়েছে।

কাঁদা ও গোবর

একই উদ্দেশ্যে অর্থাৎ বৃষ্টির জন্য অনেকে আপোসে কাঁদা অথবা গোবর ছিটাছিটি করে। হায় আফসাস! হে মানুষ তুমি সৃষ্টি জগতের শ্রেষ্ঠ জীব আল্লাহকে ভুলে গিয়ে তাঁর দরবারে হাত না তুলে কাঁদা, গোবর এবং ব্যাঙের বিবাহের মাধ্যমে বৃষ্টি চাও? অথচ আল্লাহ বলেন আমি পানি বর্ষণ করি।

﴿ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ﴿٢٢﴾ ﴾
البقرة: ٢٢

অর্থঃ "এবং তিনি আকাশ হতে বর্ষণ করেন। অতঃপর তা দ্বারা তোমাদের জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন।" (সূরা বাকারাঃ ২২)

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ ﴿٣٤﴾ ﴾ لقمان: ٣٤

অর্থঃ "নিশ্চয় আল্লাহর নিকট রয়েছে কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার ইলম বা খবর এবং তিনি পানি বর্ষণ করেন।" (সূরা লোকমানঃ ২৪)

ইসলাম বৃষ্টির জন্য সালাতে ইসতিসকার ব্যবস্থা রেখেছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীসঃ

عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ قالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَسْقِي، فَتَوَجَّهَ إِلَى القِبْلَةِ يَدْعُو، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالقِرَاءَةِ. (رواه البخاري)

অর্থঃ উবাদাহ বিন তামীম তার চাচা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইসতিসকার জন্য বের হন তারপর কিবলামুখী হয়ে দু'আ করেন, নিজ চাদরের দিক পরিবর্তন করেন, তারপর দু'রাকআত নামায পড়েন এবং তাতে উচ্চ স্বরে কিরাত পাঠ করেন। (সহীহ বুখারী)

গণক

বাজারে রাস্তার ধারে, বাস স্ট্যান্ডে, রেল স্টেশনের প্লাট ফর্মে অনেকে কাগজ বিছিয়ে তামার অথবা সাত ধাতুর আংটি বিক্রি করে। পাশে থাকে হরেক রকমের ঔষধ ও হাতের নক্শা। খদ্দের জমানোর উদ্দেশ্যে কখনো কখনো ম্যাজিক দেখায়। লোকে মজা দেখার জন্য তার চার পাশে ভিড় জমায়। তাদের মধ্যে কেউ ভাগ্য কি আছে বা ভবিষ্যত কি ঘটবে তা জানার উদ্দেশ্যে তাদের প্রতি হাত বাড়িয়ে দেয়। গণক বাবু তখন হাতের রেখা গুণে ভবিষ্যতের খবর বলে দিয়ে টনক নড়িয়ে দেয় এবং বলে, তোমার কপালে বিপদ ঘটতে পারে। তবে এই আংটি হাতে রাখলে রেহায় পাবে অথবা বলে তোমার ভাগ্য ভাল তবে সেটি নষ্ট হয়ে যাবে যদি এই আংটি পরিধান না কর। তাদের কথা সবাই বিশ্বাস করতে না চাইলেও তাদের কথার বাঁধুনি ও চটকদার বুলিতে শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস না করে বাড়ি ফিরতে সক্ষম হয় না। অবশেষে আংটি ও মাদুলির উপর ঈমান আনে এবং তার গোলাম হয়ে যায়। এভাবে মুশরিক হয়ে বাড়ি ফিরে।

রাসূলের বাণীঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ والحَسن عَن النبي ﷺ قالَ: «مَنْ أَتَىٰ كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَّا أُنْزِلَ عَلَىٰ مُحمَّدٍ ﷺ». [أحمد بن حنبل: ٩/ ١١٩، حسن رجاله ثقات]

অর্থঃ আবু হুরাইরা ও হাসান (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি গণক অথবা আররাফ এর নিকট এলো ও সে যা বলল তাই বিশ্বাস করলো তাহলে সে অবশ্যই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর নাযেলকৃত বস্তুকে অস্বীকার করল। (ইমাম আহমদ বিন হাম্বলঃ ৯/১১৯, হাদীসটি হাসান, (উত্তম)-এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।)

যাদু

এটিও আমাদের সমাজে পরিচিত ও প্রচলিত; কিন্তু ইসলামে যাদুর কি বিধান তা অনেকেরই জানা নেই। আমাদের জানা প্রয়োজন যে যাদু শিরক এবং কুফরী।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُمَّ نَفَثَ فِيهَا فَقَدْ سَحَرَ، وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِّلَ إِلَيْهِ». [النسائي: ٤٠٨٤]

অর্থঃ আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, যে ব্যক্তি গিট বেঁধে তাতে ফুঁক দিল সে যাদু করল আর যে ব্যক্তি যাদু করল সে শিরক করল এবং যে ব্যক্তি কোন জিনিস ঝুলালো তাঁরই উপর নির্ভরশীল হল (সেও শিরক করলো)। (নাসায়ী)

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿ وَلَقَدْ عَلِمُوا۟ لَمَنِ ٱشْتَرَىٰهُ مَا لَهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنْ خَلَٰقٍ ۚ ﴾ البقرة: ١٠٢

অর্থঃ "তারা জেনে নিয়েছে যে, যে ব্যক্তি তা (যাদু) গ্রহণ করেছে আখেরাতে তার কোন অংশ নেই।" (সূরা বাকারাঃ ১০২)

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبيِّ ﷺ قالَ: «اجْتَنِبُوا السبعَ الموبِقاتِ». قالُوا: يا رسولَ اللهِ، وما هُنَّ؟ قالَ: «الشِّرْكُ باللهِ، والسِّحْرُ، وقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إلَّا بالحَقّ، وأكْلُ الرّبا، وأكْلُ مالِ اليَتِيمِ، والتَّوَلّي يَوْمَ الزَّحْفِ، قَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِناتِ الغافِلاتِ». [البخاري: ٢٧٦٦]

وعَنْ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بالسَّيْفِ». [الترمذي: ١٤٦٠]

অর্থঃ আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন তোমরা সাতটি বস্তু থেকে বাঁচ। সাহাবাগণ বললেন, সেগুলো কি হে আল্লাহর রাসূল? প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহর অংশী স্থাপন, যাদু, আল্লাহর পক্ষ হতে হারামকৃত আত্মাকে হত্যা, সূদ খাওয়া, ইয়াতিমের মাল ভক্ষণ, যুদ্ধের মাঠ হতে পলায়ন, সতী-সাধ্বী, নিরীহ ঈমানদার নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ। জুনদুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফু বর্ণনা রয়েছেঃ

«حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بالسَّيْفِ».

অর্থঃ "যাদুকরের শাস্তি তালোয়ারের দ্বারা মস্তক ছেদন।" (তিরমিযী)

দুঃখের বিষয় কতিপয় মানুষ এই কাজকে নিজ পেশা বানিয়ে নিয়েছে। অনেক স্থানে যাদু খেলা অনুষ্ঠিত হয় এবং ঐ খেলা দেখার জন্য জনগণের ভিড় পরিলক্ষিত হয়।

হলফ

কসম খাওয়ার শরয়ী নিয়ম হল, উকসিমুবিল্লাহ্ ওয়াল্লাহ্, বিল্লাহ্, তাল্লাহ্ ইত্যাদি শব্দ দ্বারা কসম খাওয়া। অর্থাৎ আল্লাহর নামে কসম খাচ্ছি; কিন্তু মুসলিম সমাজে অনেকের মুখে শিরকি কসম শুনা যায়। যেমনঃ পশ্চিম দিকে মুখ করে কসম, মসজিদ স্পর্শ করে কসম, ছেলের মাথা স্পর্শ করে কসম ইত্যাদি। আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন যে আল্লাহ্ সৃষ্টি জগতের কসম করতে পারেন। এটি কুরআনে বহুবার উল্লেখিত হয়েছে; কিন্তু জ্বীন-ইনসান গায়রুল্লাহর (আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের) নামে কসম খেতে পারে না, এটি তাদের জন্য বৈধ নয়। গায়রুল্লাহর নামে কসম খাওয়া কুফরী ও ছোট শিরক।

"عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: من حلَف بغَيْر الله فقد كفر أو أَشْركَ" [الترمذي: ١٥٣٥ وحسنه وصححه الحاكم]

অর্থঃ উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহর নামে হলফ (কসম) খেল সে কুফরী অথবা শিরক করল।" (তিরমিযী, তিনি হাদীসটিকে হাসান (উত্তম) বলেছেন এবং ইমাম হাকেম সহীহ বলেছেন।)

নযর-নেওয়ায

নযর মানা ওয়াজিব নয়। তবে কেউ যদি বলে আমার এই উদ্দেশ্য সাধিত হলে আমি রোযা রাখব অথবা এত টাকা দান করব ইত্যাদি। তার ঐ উদ্দেশ্য সাধিত হলে তার উপর নযর ওয়াজিব হয়ে যাবে। নযর দু'প্রকারঃ (১) আল্লাহর জন্য নযর মানা, (২) গায়রুল্লাহর জন্য নযর মানা।

১। আল্লাহর জন্য নযর মানা আবার দু'প্রকারঃ

ক) আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ভাল কাজের নযর মানা। যেমনঃ কোন ব্যক্তি যদি বলে আমি রোগ মুক্ত হলে আল্লাহর ওয়াস্তে দু'রাকাত নামায আদায় করব। বস্তুতঃ সে রোগ মুক্ত হলে তার জন্য ঐ নযর পূরণ করা ওয়াজিব।

খ) অবৈধ কাজে নযর। যেমনঃ কেউ যদি বলে আমার মনোবাসনা পূরণ হলে মদ খাব, গান-বাজনা করব। তাহলে এ নযর নামা বৈধ হবে না। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قالَتْ: قالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، ومَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ». [البخاري: ٦٧٠٠]

অর্থঃ আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের নযর মানবে সে যেন তা পূরণের মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যে নযর মানবে সে যেন তা পূরণের মাধ্যমে আল্লাহর নাফরমানী না করে।" (বুখারী)

২। গায়রুল্লাহর জন্য নযর মানাঃ সাধারণ মানুষ মাযার, খানকা দরগাহে গিয়ে বলে, হে খাজা বাবা আল্লাহ যদি আমার ছেলেকে রোগ মুক্ত করেন তাহলে তোমার জন্য খাসী, মোরাগ, টাকা-পয়সা, আগর বাতি দিব। এই প্রকার নযর শিরক। কারণ নযর আল্লাহর ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। আর এই ইবাদত আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারোর জন্য বৈধ নয়, এরকম জঘন্য কর্মে মানুষ এখনও লিপ্ত। আরব দেশের মধ্যে মিসরে আল-বাদাবীর মাযার প্রসিদ্ধ।

শাইখ বিন বায (রহঃ) তার জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, আহমাদ আল-বাদবী তানতবীর কোন সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না।

তার সম্পর্কে বিভিন্ন রকম কথা শুনা যায়। তবে প্রসিদ্ধ মত হল যে, আল মুলাসমীন শাসকদের তিনি গুপ্তচর ছিলেন। ধোঁকা ও চক্রান্তে পারদর্শী ছিলেন। মিসরে তার কবর জাহেলী যামনায় হোবল-লাতের ন্যায় বড় প্রতিমায় পরিণত হয়েছে। সেখানে বড় শিরকী কাজ সংঘটিত হয়। নযর নেওয়ায মানা হয়। কৃষকরা তাদের শস্য ও পালিত পশুর অর্ধেক অথবা চতুর্থাংশ তার নামে বরাদ্দ করে। এমন কি পিতা তার কন্যার বিবাহের মোহরের টাকার অর্ধাংশ মাযারের দান বাক্স রেখে বলে, হে বাদবী এটি তোমার অংশ। এছাড়া প্রতি বছর তিনবার জন্ম দিবস পালিত হয়। মিসরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তিন

লক্ষেরও অধিক মানুষ ঐ অনুষ্ঠানে সমবেত হয়। আল্লাহ যেন মিসর ও অন্যান্য দেশে ঐ প্রতিমাগুলো অবিলম্বে ধ্বংস করেন এবং জ্বালিয়ে দেন। আমীন।

এ পর্যন্ত যে উদাহরণ পেশ করা হল সবই আমাদের সমাজে প্রচলিত। এগুলো শিরক এবং আমল কবুলের প্রথম শর্ত (তাওহীদের) পরিপন্থী। যারা আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন করে আল্লাহ তাদের আমল গ্রহণ করবেন না এবং তওবা না করে মৃত্যুবরণ করলে কখনও ক্ষমা করবেন না; বরং তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। নবীগণ আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় বান্দা, তাদের সম্পর্কে তিনি বলেনঃ

﴿ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (٦٥)
الزمر: ٦٥

অর্থঃ "হে নবী! আপনি যদি শিরক করতেন তাহলে নিশ্চয় আপনার আমল বিনষ্ট হয়ে যেত এবং আপনি ক্ষতি গ্রস্তের অন্তর্ভুক্ত হতেন। (সূরা যুমারঃ ৬৫)

অন্যত্র আল্লাহ বলেনঃ

﴿ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٨٨) الأنعام: ٨٨

অর্থঃ "নবীগণ যদি শিরক করতেন তাহলে তাদের আমল পণ্ড হয়ে যেত।" (সূরা আনআমঃ ৮৮)

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ (٤٨) النساء: ٤٨

অর্থঃ "আল্লাহর সাথে শিরক করলে নিশ্চয় তিনি ক্ষমা করবেন না তবে শিরক ব্যতীত যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করবেন।" (সূরা নিসাঃ ৪৮)

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চাচা আবু তালেব তাঁকে লালন-পালন করেছেন। সমস্যার সম্মুখীন হলে তিনি তার সমাধান দিয়েছেন। যেখানে পানি পড়েছে সেখানে তিনি ছাতা ধরেছেন। এক কথায় সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। সেই জন্য নবীজির মনের আশা যে তাঁর চাচার শিরকের

উপর মৃত্যু না হয়ে তাওহীদের উপর হোক। আমল করার সময় না পেলেও কেবল তাওহীদী কলেমা বুকে নিয়ে মৃত্যুবরণ করলে তিনি আল্লাহর নিকট চাচার জন্য যুক্তি প্রমাণ খাড়া করবেন। অতঃপর তাঁর চাচা যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত হন তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার মাথার নিকট গিয়ে কলেমায়ে তাওহীদের দাওয়াত দেন। এরপর কি ঘটল হাদীসের ভাষায় শুনা যাকঃ

عَنْ سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أبيهِ قالَ: لمّا حَضَرَتْ أبا طالِبٍ الوَفاةُ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَعنْدَهُ أبو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللهِ بنُ أبي أُمَيَّةَ فقالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أيْ عَمِّ، قُلْ: لا إلٰهَ إلَّا اللهُ، أُحاجُّ لكَ بِها عِنْدَ اللهِ»، فَقالَ أبو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللهِ بنُ أبي أُمَيَّةَ: يا أبا طالبٍ أتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ المُطَّلِبِ؟ فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ ما لَمْ أُنْهَ عَنْكَ»، فَنَزَلَتْ ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسۡتَغۡفِرُواْ لِلۡمُشۡرِكِينَ وَلَوۡ كَانُوٓاْ أُوْلِي قُرۡبَىٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمۡ أَنَّهُمۡ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَحِيمِ﴾ [البخاري: ٤٦٧٥]

অর্থঃ সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, আবু তালেবের যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার নিকট আসেন। সে সময় তার কাছে আব্দুল্লাহ ইবনে আবি উমাউয়াহ এবং আবু জাহল উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে উদ্দেশ্যে করে বলেনঃ হে চাচা আপনি লা-ইলাহা কালেমা পাঠ করুন। আমি আপনার জন্য কিয়ামতের মাঠে ঐ কালেমার দ্বারা আল্লাহর কাছে দলীল কায়েম করব। তারা দু'জনে বললঃ আপনি কি (শেষ মুহূর্তে) আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবেন? বা বর্জন করবেন?

অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উক্ত কথা পুনরাবৃত্তি করেন। তারাও তাদের কথা পুনরাবৃত্তি করে। শেষ পর্যন্ত তিনি কলেমা লা-ইলাহা-ইলাল্লাহ বলতে অস্বীকার করেন এবং আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মের উপর মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার ক্ষমা প্রার্থনার জন্য আমাকে নিষেধ করা না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনার জন্য (আল্লাহর নিকট) অবশ্য অবশ্যই ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে।

অতঃপর আল্লাহ এই আয়াত অবতীর্ণ করেনঃ

﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن يَسْتَغْفِرُوا۟ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓا۟ أُو۟لِى قُرْبَىٰ .... ﴿١١٣﴾ ﴾ التوبة: ١١٣

অর্থঃ "নবী ও মু'মিনদের জন্য বৈধ নয় যে তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে যদিও তারা তাদের নিকটাত্মীয়। আর বিশেষ করে আবু তালেবের ব্যাপারে এ আয়াত অবতীর্ণ করেনঃ

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴿٥٦﴾ ﴾
القصص: ٥٦

অর্থঃ (হে রাসূল) "আপনি যাকে ভালবাসেন, তাকে আপনি হেদায়াত করতে পারেন না; বরং আল্লাহ যাকে চান তাকে হেদায়াত করেন।" (সূরা কাসাসঃ ৫৬) ও (বুখারী ও মুসলিম)

এ ছিল তাঁর চাচার কথা। তাঁর মায়ের কথায় আসি। মায়ের প্রতি সন্তানের ভালবাসা থাকা স্বাভাবিক। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর মায়ের সন্তান, আঁতের টান তো থাকবেই, তাই তিনি আল্লাহর কাছে মায়ের ক্ষমার জন্য দরখাস্ত করেন; কিন্তু আল্লাহর দরবারে দরখাস্ত মঞ্জুরী হয় নি। তার একমাত্র কারণ শিরক।

عن ابن بُرَيدة عن أبيه قال: كنا مع النبي ﷺ فنزَل بنا

ونحن معه قريبٌ من ألفَ راكبِ، فصلى ركعتين، ثم

أقبلَ علينا بوَجهه وعيناه تَذرِفان، فقام إليه عمرُ بن الخطاب وفَداه بالأب والأم ، وقال: يارسولَ الله ما لكَ؟ قال: إني سألت ربي عز وجل في استغفارٍ لأُمي فلم يأذَنْ لي فدمعَتْ عيناي رحمةً لها من النَّار.

[أحمد: ٥/ ٣٥٥]

অর্থঃ ইবনে বুরাইদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সঙ্গে সফরে ছিলাম (রাস্তায় কোন এক স্থানে) আমরা অবতরণ করি। আমরা প্রায় এক হাজার যাত্রী ছিলাম। অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দু'রাকাত নামায আদায় করেন এবং আমাদের দিকে ফিরে আসেন, তখন তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝড়ছিল। উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, পিতা-মাতা কুরবান হোক হে রাসূলুল্লাহ! আপনার কি হয়েছে? প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, আমি আমার রবের নিকট মায়ের ক্ষমা প্রার্থনার জন্য অনুমতি চাইলাম; কিন্তু তিনি অনুমতি দিলেন না। মায়ের প্রতি করুণা ও জাহান্নামের কথা চিন্তা করে আমার চোখে অশ্রু নির্গত হয়। (আহমাদঃ ৫/৩৫৫)

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে ঘিরে শিরক

অনেকে বিশ্বাস করে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর নূরের তৈরি এবং রাসূলের নূর থেকে সারা জগত তৈরি। তিনি আমাদের মত সাধারণ মানুষ ছিলেন না। তিনি গায়েবের খবর জানতেন ইত্যাদি। এ ধরণের বিশ্বাস শিরক। কারণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যদি আল্লাহর নূর থেকে তৈরী হয়ে থাকেন তবে এটি তাঁর সত্তার সাথে শিরক হবে। আল্লাহ বলেনঃ

﴿ وَجَعَلُوا لَهُۥ مِنْ عِبَادِهِۦ جُزْءًا ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ ﴾ الزخرف: ١٥

অর্থঃ "তারা আল্লাহর বান্দার মধ্য হতে কতিপয় বান্দাকে আল্লাহর অংশ বানিয়ে নিয়েছে। নিঃসন্দেহে এরূপ মানুষ প্রকাশ্য কাফের।" (সূরা যুখরুফঃ ১৫)

সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত আল্লাহর জন্য তবুও শিরক সম্পর্কে একটি উদাহরণ খুব যুক্তি সংগত মনে করায় পেশ করছি; আল্লাহর সর্বপ্রকার পাপকে ক্ষমা করবেন; কিন্তু শিরকের পাপকে ক্ষমা করবেন না কেন ? মানুষের অধিকারে কেউ হস্তক্ষেপ করলে ক্ষমা করে না। তেমনি আল্লাহর আসনে কাউকে আসীন করলে তিনি তাকে ক্ষমা করবেন না। কারোর স্ত্রী ছোট-খোট অপরাধ যেমনঃ টাকা-পয়সা, জিনিস-পত্র নষ্ট করলে সাময়িক রাগ হলেও পরে ক্ষমা করে দেয়; কিন্তু স্বামীর আসনে অন্য কাউকে অধিষ্ঠিত করলে স্বামী কি তাকে ক্ষমা করবে? কখনও না। অনুরূপ মানুষ আল্লাহর নাফরমানী করলে তিনি ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিবেন; কিন্তু আল্লাহর আসনে কাউকে অধিষ্ঠিত করলে তিনি তাকে কখনও ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ বলেনঃ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ ﴿٤٨﴾ ﴾ النساء: ٤٨

অর্থঃ "আল্লাহর সাথে শিরক করলে তিনি তা কখনো ক্ষমা করবেন না। শিরক ছাড়া যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।" (সূরা নিসাঃ ৪৯)

এ পর্যন্ত আলোচনা করে আমরা উপলব্ধি করতে পারলাম যে আমল কবুলের ও পরিত্রাণের ক্ষেত্রে তাওহীদুল উলুহীয়্যার (শিরক মুক্ত আমলের) গুরুত্ব কি?

দ্বিতীয় ভাগ

ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে সমস্ত ইবাদত সুন্নাত মুতাবিক হওয়া জরুরী। অর্থাৎ সর্বপ্রকার আমল মুহাম্মাদী তরীকায় হওয়া আবশ্যক। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পথ ব্যতীত অন্য কারোর পথে কোন আমল আল্লাহর নিকটে গৃহীত হবে না। সেটি কোন পীরের হউক অথবা ফকীরের হউক অথবা ইমামের হউক। আমাদের কেবল আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার আদেশ দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ বলেনঃ

﴿ ۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوٓا۟ أَعْمَٰلَكُمْ ﴿٣٣﴾ ﴾ محمد: ٣٣

অর্থঃ "আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য কর এবং নিজেদের আমল বিনষ্ট কর না।" (সূরা মুহাম্মাদঃ ৩৯)

আল্লাহ অন্যত্র বলেনঃ

﴿ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ﴿٧﴾ ﴾ الحشر: ٧

অর্থঃ "তোমরা গ্রহণ করা ঐ জিনিস যা রাসূল তোমাদেরকে দিয়েছেন এবং বর্জন কর ঐ জিনিস যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন।" (সূরা হাশরঃ ৭)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قالَتْ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

«مَنْ أَحْدثَ في أَمْرِنا هذَا ما لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ».

[البخاري: ٢٦٩٧]

অর্থঃ আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি দ্বীনে এমন কিছু আমদানী করল যা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত।" (বুখারী)

সুতরাং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশিত পথে কর্ম-সম্পাদন করা আমল কবুলের দ্বিতীয় শর্ত। এ কাজকে সুন্নতী কাজ বলে এবং যে কাজ সুন্নতের বহির্ভূত তাকে বিদআত বলা হয়। শুধু ইবাদত কেন? যে কোন ব্যাপারে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করা হলে তার পরিণাম ভয়াবহ।

আল্লাহ বলেনঃ

﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾ ﴾ النور: ٦٣

অর্থঃ "তাদের সতর্ক থাকা উচিত যারা রাসূলের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে যে তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অথবা ফিৎনা গ্রাস করবে।" (সূরা নূরঃ ৩৬)

এজন্য সাহাবাগণ রাসূলের আদর্শ নিজেদের জীবনে বিনা দ্বিধা ও সংকোচে বাস্তাবায়ন করার চেষ্টা করতেন। যেমনঃ

عن أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قال: بَيْنَمَا رسولُ الله ﷺ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوضَعَهُمَا عن يَسَارِهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى رسولُ الله ﷺ صَلاَتَهُ قال: «مَا حَمَلَكُم عَلَى إِلْقَائِكُم نِعَالَكُم؟» قالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا، فقال رسولُ الله ﷺ: «إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا، أَو قال أَذًى»، وقال: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُم إِلَى

الْمَسْجِد فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا». [أبو داود: ٦٥٠]

অর্থঃ আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, কোন এক সময়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সাহাবীদের নামায পড়াচ্ছিলেন ইত্যবৎসরে তিনি তাঁর জুতো খুলে তাঁর বাম পার্শ্বে রেখে দেন, সাহাবারা যখন তা প্রত্যক্ষ করেন তখন তাঁরাও তাঁদের জুতো খুলে ফেলেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামায শেষ করে তাদেরকে বললেন, কোন বস্তু তোমাদেরকে জুতো খুলতে উদ্বুদ্ধ করল? তখন তারা বললেন, আপনাকে আপনার জুতো খুলতে দেখে আমরা আমাদের জুতো খুলে দিয়েছি। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ জিবরীল (আলাইহিস সালাম) আমার নিকট এসে সংবাদ দিলেন যে আপনার জুতোয় অপবিত্র লেগে আছে (তাই আমি জুতো খুলেছি) অতঃপর তিনি বলেনঃ তোমাদের মধ্যে যখন কেউ মসজিদে আসবে তখন ভাল করে দেখে নিবে জুতোয় কিছু লেগে আছে কিনা? যদি কেউ তার জুতোয় অপবিত্র প্রত্যক্ষ করে তাহলে তা পরিস্কার করে তাতে নামায পড়বে। (আবু দাউদ)

عَنِ ابنِ عُمَرَ قالَ: بَيْنَما النّاسُ في صَلاةِ الصُّبْحِ بِقُباءٍ إِذْ جاءَهُمْ آتٍ فَقالَ: إنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ، وَقَدْ أُمِرَ أنْ يَسْتَقْبِلَ الكَعْبَةَ، فاسْتَقْبِلوها، وكانَتْ وَجُوهُهُمْ إلى الشّامِ، فاسْتَدَارُوا إلى القِبْلَةِ. [البخاري: ٤٤٩٤]

অর্থঃ ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মানুষ যখন কুবায় ফজরের নামাযে ছিল তখন তাদের নিকট কোন ব্যক্তি এসে বললঃ আজ রাতে কাবাকে কেবলা করে নামায পড়ার আদেশ রাসূলের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব তোমরা সেই দিকে মুখ ফিরাও। তাদের মুখ ছিল শামের দিকে। (বায়তুল মাকদিসের দিকে।) অতঃপর তারা কাবার দিকে ফিরে যায়।

উক্ত হাদীসদ্বয়ে রাসূলের জন্য সাহাবাদের চরম আনুগত্য ও অনুকরণের ইঙ্গিত রয়েছে। সাহাবাগণ রাসূলের জুতো খোলার কারণ না জেনেই কেবল আনুগত্যের উদ্দেশ্যে জুতো খুলে দিয়েছেন। নামাযের অবস্থায় কিবলা পরিবর্তনের সংবাদ শ্রবণের পর রাসূলের আনুগত্যে বিলম্ব না করে তাঁরা সেই অবস্থায় কিবলা পরিবর্তন করেছেন। এর চেয়ে বড় অনুকরণ কি হতে পারে?

বিদআত কাজ আমরা যতই নেকীর আশায় করি সে গুড়ে বালি। অর্থাৎ কোন কাজে আসবে না। কারণ এগুলি সুন্নাত বহির্ভূত। অধিকাংশ মানুষ করছে এই দলীল কোন কাজে আসবে না। কারো নাম "সাদেক" তাকে যদি এক'শ জন "সাহেব" বলে ডাকে তাহলে কখনো সাড়া দিবে না। তার মধ্যে একজন যদি সাদেক বলে ডাকে তাহলে সে তার ডাকে সারা দিবে। কারণ সে তাকে সেইভাবে ডেকেছে যেভাবে তার নাম রাখা হয়েছে। আমলের ক্ষেত্রেও তাই, একজনও যদি সঠিক পথে আমল করে তাহলে তার আমল গ্রহণ যোগ্য হবে। আর একশ জন যদি ভুল পথে আমল করে তবুও তাদের আমল গ্রহণ যোগ্য হবে না যদিও তাদের সংখ্যা অধিক। কারণ তাদের কাজ বিদআত যা আমল কবুলের শর্তের পরিপন্থী। মোটকথা রাসূলের সুন্নাতের মাপ কাঠিতে মেপে আমাদের আমল করা ওয়াজিব। আর এই আমলকে সুন্নতী আমল বলা হয় এবং সুন্নতের বহির্ভূত আমলকে বিদআত বলা হয়। বিদআত হচ্ছে সুন্নতের সম্পূর্ণ বিপরীত, যেমন বিপরীত আলো আর অন্ধকার। আমাদের আমল বিদআত মুক্ত করতে হলে সর্বপ্রথম বিদআতকে চিহ্নিত করতে হবে। রোগ নির্ণয় না করা হলে যেমন তার চিকিৎসা করা সম্ভব নয় তেমনি বিদআতকে চিহ্নিত না করলে অথবা না জানলে তা থেকে বাঁচা সম্ভব নয়। অতএব বিদআত সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। যাতে আমাদের আমল সুন্নত ভিত্তিক হয় যা আমল কবুলের দ্বিতীয় শর্ত।

বিদআত

বিদআতের শাব্দিক অর্থঃ নতুন বা নবাবিস্কার। এটি দু'ভাগে বিভক্ত।

১। দুনিয়াবী কার্যকলাপের নব আবিস্কার যেমনঃ আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম, কল-কারখানা, যান-বাহন ইত্যাদি। এটি বৈধ। কারণ শরয়ী নিষেধাজ্ঞা না পাওয়া পর্যন্ত দুনিয়াবী সামগ্রী মূলতঃ বৈধ। কেননা এ আবিস্কারের পেছনে নেকী অর্জনের কোন নিয়ত থাকে না। সেই জন্য কেউ বলে না জাপানী ঘড়ি পড়লে দশটি এবং চায়না ঘড়ি পড়লে পাঁচ নেকী পাওয়া যায়।

২। দ্বীনের কাজে নব আবিস্কার অর্থাৎ নেকীর উদ্দেশ্যে এমন কিছু কাজ আমদানী করা শরীয়তে যার কোন ভিত্তি নেই। এটি অবৈধ। কারণ দ্বীনের কাজসমূহ তাওকীফ, অর্থাৎ অপরিবর্তনশীল বা দলীল সাপেক্ষ। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

”من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد“ (مسلم)

অর্থঃ “যে ব্যক্তি এমন আমল করল যাতে আমার আদেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত।” (মুসলিম)

পারিভাষিক বিদআতের প্রকারভেদঃ ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে নেকীর আশায় দ্বীনের নামে নতুন কিছুর উদ্ভাবনকে পারিভাষিক অর্থে বিদআত বলে। এটি কয়েকভাবে বিভক্তঃ

১। বিশ্বাসগত বিদআত অর্থাৎ নবীজির মৃত্যুর পর মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এমন কিছু আকীদা বা বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়েছে যা সম্পূর্ণ শরীয়ত বিরোধী। এসব রকমারী আকীদাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বাতিল ফিরকার জন্ম হয়। যেমনঃ

শিয়া

শিয়া শব্দের অর্থ জামাআত এবং সাহায্য-সহযোগিতা, অনুকরণ। পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে যে প্রথম যুগে যারা আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে খলীফা বলে মানত তারাই শিয়া নামে পরিচিত; কিন্তু পরবর্তীতে তাদের বিশ্বাসে অনেক পরিবর্তন ঘটে এবং তাদের মধ্যে অনেক ফিরকার সৃষ্টি হয়। তার মধ্যে তিনটি ফিরকা বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ। (১) যাইদীয়্যাহ (২) ইসমাঈলীয়্যাহ ও (৩) ইসনাই আশারীয়্যাহ।

শিয়াদের আকীদাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছেঃ

১। হুব্ব আহলুল বায়েত অর্থাৎ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পরিবার ও আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর উপর মুহব্বত।

২। তাদের এই ভালবাসা অতিরঞ্জন হয় এবং এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে তারা রাসূলের সাহাবাগণের শানে কটুক্তি পেশ করে এবং কাফের ফতোয়া দেয়।

৩। আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে ও ইমামগণকে উপাস্য জ্ঞান করে। এ ছাড়া তাদের অন্যান্য আকীদাহ রয়েছে যেমন তাদের ধারণায় কুরআন পরিবর্তিত এবং অসম্পূর্ণ। সেই জন্য তাদের কুরআনে সূরাতুল বিলায়াহ নামক একটি সূরা রয়েছে যা আমাদের কুরআনে নেই। তাতে সূরায়ে নাশরাহ-এর একটি আয়াত (وإن عليًّا صِهرُكَ) (নিশ্চয় আলী তোমার জামাই) অতিরিক্ত রয়েছে। ইসনাই আশারিয়াহ (দ্বাদশ ইমামবাদীরা) বিশ্বাস করে যে ইমামগণ প্রত্যাদেশ এবং মু'জেযাহ (অলৌকিক) শক্তি দ্বারা সূদৃঢ় ও পরিপুষ্ট। (আল-খুতুতুল আরাবিয়্যাহ, মুহিব্বুদ্দিন আল-খতীব।)

সূফী

এটি একটি বাতিল ফিরকাহ, এদের আকীদা-বিশ্বাস বিকৃত এবং অশুদ্ধ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর অর্থ হলো— আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বূদ নেই; কিন্তু তারা অর্থ করে, আল্লাহ ছাড়া কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। অর্থাৎ পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর অংশ। গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, খাল-বিল গরু-ছাগল, কুকুর, বিড়াল সবই আল্লাহর অংশ (নাউযুবিল্লাহ)। এছাড়া তারা আরো বিশ্বাস করে যে, মানুষ ইবাদত করতে করতে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে আল্লাহ তার মধ্যে প্রবেশ করে যান। সূফীদের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি মানসূর হাল্লাজ হক হক বলতে বলতে আনাল হক বলতে আরম্ভ করে ছিল। অর্থাৎ আমিই আল্লাহ নাউযুবিল্লাহ। (আদইয়ান ওয়াল মাযাহেব)

তিজানী

এটিও সূফীদের আরেকটি ফিরকাহ। আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আত্তিজানী এই ফিরকার প্রতিষ্ঠাতা। সেই জন্য এদেরকে তিজানী বলা হয়। এদের বিশ্বাস হচ্ছে যে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। (আদইয়ান ওয়াল মাযাহেব) এই অর্থে তাদের প্রসিদ্ধ ছন্দঃ

গুরু নামে আছে সুধা, যিনি গুরু তিনিই খোদা

তারা ধারণা করে যে তাদের পীরেরা গায়েব জানে, জাগ্রতাবস্থায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে দর্শন করে। তাছাড়া তাদের বিশ্বাস যে আহমাদ তিজানী ও তার অনুসারী পাপে লিপ্ত হলেও নবী তাদেরকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করানোর দায়িত্ব নিয়েছেন। (আদইয়ান ওয়াল মাযাহেব)

ব্রেলবী

এটি একটি ফিরকার নাম। এর প্রতিষ্ঠাতা আহমাদ রেযা খাঁ ব্রেলবী। সেই জন্য তার অনুসারীদেরকে ব্রেলবী বলা হয়। এদের আকীদাহ শিরকে ভরপুর। তাদের কতিপয় আকীদাহ নিম্নরূপঃ

– তাদের ধারণা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাধারণ মানুষ ছিলেন না। তিনি আল্লাহর নূরের তৈরী। অদৃশ্যের সংবাদে অবগত।

– নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও ওলীগণের পৃথিবী পরিচালনায় হাত বা ভূমিকা আছে।

– কবরে নবীগণের কাছে তাদের স্ত্রীগণকে উপস্থিত করা হয় এবং তাঁদের সাথে তাঁরা রাত্রি যাপন করেন।

– নামায রোযা ত্যাগ করলেও পরিত্রাণ আছে; কিন্তু উরস, মিলাদ মাহফিলে উপস্থিত না হলে রেহাই নেই।

অনুরূপ মুতাযিলাহ, মুরজিয়াহ, জাহমিয়া, আশায়েরা ইত্যাদি ফিরকাহ আল্লাহর গুণে এবং নামের ক্ষেত্রে শুদ্ধ আকীদা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে অশুদ্ধ আকীদায় বিশ্বাসী হয়েছে।

এখানে কেবল উদাহরণ স্বরূপ কতিপয় ফিরকার কথা সংক্ষেপে আলোচনা করলাম। উক্ত সকল ফিরকাহ নতুন ও বাতিল আকীদার উপর ভিত্তি করে সৃষ্টি হয়েছে। কেননা ঐ আকীদাহ বিশ্বাস নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মৃত্যুর পর সৃষ্টি হয়েছে। যার জন্য ঐ সকল ফিরকার আকীদাহ বা বিশ্বাসকে বিশ্বাসগত বিদআত বলা যায়।(আদইয়ান ওয়াল মাযাহেব)

চার মাযহাব

সারা বিশ্বে চার মাযহাবের প্রচলন বেশি তার মধ্যে পাক-ভারত উপমহাদেশে হানাফী মাযহাবের অনুসারীর সংখ্যা অধিক। মাযহাবধারীদের বিশ্বাস চার মাযহাবের মধ্যে কোন একটি মাযহাব মানা মুসলমানদের জন্য ফরয। তাদের সাথে মাসায়েল নিয়ে আলোচনা হলে কোন উত্তর না পেলে মাযহাবের দোহাই দিয়ে পাশ কাটিয়ে যায় এবং বলে এটি আমাদের মাযহাবে নেই। একথা মৌলভী সাহেবরাও বলে থাকেন। যেমন তাদেরকে যখন বলা হয়

যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ "তোমরা নামাযের লাইনে ফাঁক বন্ধ কর।" কিন্তু আপনারা তা করেন না কেন? পায়ে পা লাগিয়ে দাঁড়ান না কেন? আপনাদের ঐ আমলের কোন দলীল আছে? তখন নিরুত্তর হয়ে বলে, এটি আমাদের হানাফী মাযহাবে আছে। চার মাযহাবের মধ্যে কোন একটি মাযহাব মানা ওয়াজিব এই বিশ্বাস তাদের রক্ত মাংসে জড়িয়ে আছে বলে এ উত্তর তাদের মুখে শোভা পায়। হায় আফসোস! আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে মানা ফরয না মাযহাব মানা ফরয এতটুকু জ্ঞান মুসলমানরা রাখে না।

ফরয নফল যে কোন ইসলামী বিধান রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাধ্যমে হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (৮০হিজরী), ইমাম মালেক (৯৩ হিজরী) মতান্তরে (৯৪ হিজরী), ইমাম শাফেয়ী (১৫০ হিজরী) এবং ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪ হিজরী) (রাহেমাহুমুল্লাহ) জন্মগ্রহণ করেছেন। ইমামগণের জন্মের অনেক পূর্বে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মৃত্যুবরণ করেছেন। তাহলে উক্ত ইমামগণের মাযহাবকে কোন্ নবী মুসলমানদের উপর ফরয করেছেন? এ ধরণের আকীদা, কুরআন-হাদীসে প্রমাণিত নয়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে ও তাঁর পরে সাহাবাগণের যুগে এই আকীদা ছিল না। থাকবে কিভাবে তাদের যুগে তো চার মাযহাবের অস্তিত্বই ছিল না। তবুও তাঁরা দুনিয়ায় জীবিতাবস্থায় জান্নাতের শুভ সংবাদ পেয়েছেন। ঐ আকীদা অর্থাৎ চার মাযহাবের মধ্যে এক মাযহাব মানা ওয়াজিব যদি ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস হত তাহলে তাঁরা জান্নাতের শুভ সংবাদ পেতেন না। কেননা ইসলামী বিশ্বাস ত্যাগ করে দুনিয়ায় শুভ সংবাদ পাওয়া তো দূরের কথা জান্নাতই পাওয়া অসম্ভব।

অতএব জানা গেল যে চার মাযহাবের মধ্যে এক মাযহাব মানা বা বিশ্বাস করা ইসলামী আকীদার অন্তর্ভুক্ত নয়। এটি আকীদা বা বিশ্বাসগত বিদআত। ইমামগণ নিজ নিজ মাযহাবকে মানা ওয়াজিব করে যান নি; বরং তারা নিষেধ করে গেছেন। যদিও মাযহাব নিয়ে আলোচনা করার ক্ষেত্র এটি নয় তবুও চার ইমামের কিছু উক্তি উল্লেখ না করে পারলাম না। যা দ্বারা প্রমাণিত হবে যে চার মাযহাবের মধ্যে এক মাযহাব মানা ফরয, এই আকীদা অন্যান্য ফিরকার ন্যায় বিশ্বাসগত বিদআত।

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর উক্তিঃ

إذا صحَّ الحديثُ فهو مَذْهَبِي [الشيخ صالح الفلاني، إيقاظ الهمم]

অর্থঃ হাদীস সহীহ প্রমাণিত হলে সেটা আমার মাযহাব। (শায়খ সালেহ আল-ফালানী, ঈকাযুল হিমাম পৃঃ৬২)

لا يحلُّ لأحد أن يأخُذَ بقولنا مالم يعلم من أين أخذناه. [ابن عبدالبر، الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء]

অর্থঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কারো জন্য আমাদের কথা গ্রহণ করা বৈধ হবে না, যতক্ষণ না জানা যাবে যে আমরা কোথায় থেকে তা গ্রহণ করেছি। (ইবনে আব্দুল বার, পৃঃ ১৪৫, ইবনুল কাইয়্যিম, এলামুল মুআক্কেঈন পৃঃ ৩০৯, আশ্‌শারানী, আল মাযীন ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৫)

فأننا بشَرٌ نقول القولَ اليومَ ونَرجَع عنه غدًا. (رواها عباس الدوري في التاريخ لابن مَعين، بسَند صحيح عن زُفَر. الشيخ صالح الفُلاني في إيقاظ الهمم).

অর্থঃ আমরা মানুষ আজ একটি উক্তি পেশ করি আবার কাল সেটি ফিরিয়ে নেই। (ইবনে মায়ীনের তারিখ গ্রন্থে আব্বাস আদ্দুরী সহীহ সনদে যুফার থেকে বর্ণনা করেন। (শায়েখ সালেহ আল-ফালানী, ঈকাযুল হিমাম)

إذا قلتُ قولًا يخالف كتابَ الله تعالى وخبَرَ الرسول ﷺ فاترُكُوا قولي. (الشيخ الفلاني في إيقاظ الهمم).

অর্থঃ আমি যদি এমন কথা বলি যা আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের সুন্নতের বিপরীত হয় তাহলে তোমরা আমার কথা বর্জন কর। (শায়খ সালেহ আল-ফালানী, ঈকাযুল হিমাম)

حَرَامٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْرِفْ دَلِيْلِي أَنْ يُفْتِيَ بِكَلَامِيْ (الشيخ الفلاني في إيقاظ الهمم)

অর্থঃ যে ব্যক্তি আমার দলীল জানলো না তার জন্য আমার কথায় ফতোয়া দেয়া হারাম। (ঐ)

ইমাম মালেক (রহঃ)-এর উক্তি

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُخْطِىءُ وَأُصِيبُ فَانْظُرُوا في رأيي، فكُلُّ مَا يُوافَق الكِتابَ والسُّنَّةَ فَخُذُوْه، وَكُلُّ مَا لَمْ يُوَافِقِ الكِتَابَ وَالسُّنَّة فَاترُكُوا . (ابن عبدالبر في الجامع)

অর্থঃ আমি একজন মানুষ ভুল করি আবার ঠিক করি। সুতরাং তোমরা আমার রায়ে বা মতামতে দৃষ্টি ফিরাও অর্থাৎ যাচাই কর। যা কুরআন ও সুন্নাহর অনুকূলে তা গ্রহণ কর এবং যা তার বিপরীত তা বর্জন কর। (ইবনে আব্দুল বার, জামে ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩২, অনুরূপ ইবনে হাযম উসুলুল আহকাম গ্রন্থে ৬ খণ্ড, ১৪৯ পৃষ্ঠায় এবং সালেহ আল-ফালানী তার গ্রন্থে ৭২ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন।

لَيْسَ أَحَدٌ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ ويُتْرَكُ إِلَّا النَّبِيِّ ﷺ . (ابن عبدالهادي في إرشاد السالك)

অর্থঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ব্যতীত এমন নেই যে তার কথা গ্রহণীয় অথবা বর্জনীয় নয়। অর্থাৎ দ্বীনের ক্ষেত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ব্যতীত কেউ ভুলের উর্দ্ধে নয়। (ইবনে আব্দুল হাদী, ইরশাদুস সালেক, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৭)

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর উক্তি

أَجْمَعَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى أَنَّ مَنْ اسْتَبَانَ لَهُ سُنَّةٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يدَعَهَا لِقَوْلِ أَحَدٍ. (ابن القيم، إعلام الموقعين ص٣٦١، الفلاني، إيقاظ الهمم ص٦٨.

অর্থঃ সকল মুসলমান একমত পোষণ করেছে যে, যে ব্যক্তির নিকট রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নত প্রকাশিত হবে তার জন্য বৈধ নয় যে, সেটা অন্য কারো কথার জন্য বর্জন করবে। (ইবনুল কাইয়্যিম ৩৬১, আল ফালানী ৬৮ পৃষ্ঠ)

كُلُّ مسألَةٍ صحَّ فيها الخَبَرُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عِنْدَ أَهْلِ النَّقْلِ بِخِلافِ مَا قُلْتُ فَأَنَا أُرَاجِعُ عَنْهَا فِي حَيَاتِي وَبَعْدَ مَوْتِيْ. (أبو نعيم، الحلية ج ٩/ ١٠٩، ابن القيم، إعلام الموقعين ج ٢/ ص٣٦٣، الفلاني، إيقاظ الهمم ص١٠٤.

অর্থঃ আমি যে কথা বলেছি তা যদি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যে হাদীস মুহাদ্দেসীনদের নিকট সহীহ বলে প্রমাণিত, তার বিপরীত হয় তাহলে তা থেকে আমি আমার জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর প্রত্যাবর্তনকারী। (আবু নাঈম, আল-হিলইয়াহ, ৯ খণ্ড, ১০৭ পৃঃ, ইবনুল কাইয়্যিম, ইলামুল মুআক্কিঈন ২ খণ্ড, ৩৬৩ পৃঃ আল-ফালানী ১০৪ পৃষ্ঠা)

كُلُّ مَا قُلتُ فَكَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ خِلَافُ قَولي مِمَّا يَصِّحُّ فَحَدِيثُ النَّبِيِّ ﷺ أَوْلَى، فَلَا تُقلِّدُونِّي. (ابن أبي حاتم ص ٩٣، أبو نعيم وابن عساكر: ج٢/ ص ٩١٥ سند صحيح)

অর্থঃ আমি যা বলেছি তা যদি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণিত, সহীহ হাদীসের বিপরীত হয় তাহলে নবীজীর হাদীস উত্তম। সুতরাং তোমরা আমার অন্ধানুকরণ কর না। (ইবনে আবি হাতিম ৯৩পৃঃ আবু নাঈম ও ইবনে আসাকীর ২/৯/১৫ সহীহ সনদ।)

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর উক্তি

لَا تُقَلِّدْنِي وَلاَ تُقلد مَالِكًا وَلاَ الشَّافِعَي، وَلَا الأَوزَاعِيَ، وَلَا الثَّورِي، وَخُذْ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوْا. (ابن القيم، إعلام الموقعين ح٢ ص٣٠٢، الفلاني، إيقاظ الهمم ص١١٣)

অর্থঃ আমার তাকলীদ (অন্ধানুকরণ) কর না, ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আওযায়ী এবং সাওরীর তাকলীদ কর না। (দ্বীনের বিধান) সেখানে থেকে কর যেখান থেকে তাঁরা গ্রহণ করেছেন। (আল-ফালানী ১১৩ পৃঃ ইবনুল কাইয়্যিম, আল ইলাম, ২য় খণ্ড, ৩০২ পৃঃ)

رَأْيُ الأَوْزَاعِيِّ وَرَأْيُ مَالِكٍ وَرَأْيُ أَبِيْ حَنِيفَةَ كُلُّه رَأْيٌ وَهُوَ عِنْدِي سَوَاءٌ وَإِنَّمَا الحُجَّةُ مِنَ الآثَارِ. (ابن عبدالبر، الجامع ج ٢ ص١٤٩).

অর্থঃ ইমাম আওযায়ী, মালেক এবং ইমাম আবু হানীফার রায় বা মতামত সেগুলি মতই, সব মত আমার কাছে সমান। তবে দলীল গৃহীত হবে আসার থেকে অর্থাৎ কুরআন-হাদীস থেকে। (ইবনে আব্দুল বার, আল-জামে, ২য় খণ্ড, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

مَنْ رَدَّ حَدِيْثَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَهُوَ عَلَى شَفَا هَلَكَةٍ. (ابن الجوزي ص١٨٢).

অর্থঃ যে ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীস প্রত্যাখ্যান করবে সে ধ্বংসের মুখে। (ইবনুল জাওযী, ১৮২ পৃঃ)

মাযহাব সম্পর্কে ইমামগণের উক্তি থেকে আমরা জানলাম যে তাঁরা চার মাযহাবের মধ্যে কোন এক মাযহাব মানা ওয়াজিব করেন নি; বরং চার মাযহাবের কোন একটি মাযহাব মানা ওয়াজিব এধারণা পোষণ করা বিশ্বাসগত বিদআতের অন্তর্ভুক্ত। কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছাড়া মুসলমান কোন নির্দিষ্ট ইমামের অনুসরণ করতে আদিষ্ট নয়। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ব্যতীত কেউ ত্রুটি মুক্ত নয়। শরীয়তের বিষয়ে তিনি কোন ভুল করলে আল্লাহ তায়ালা অহীর মাধ্যমে তা সংশোধন করে দিতেন। সেই জন্য সকল মুসলমানকে কেবল রাসূলের অন্ধানুকরণ করতে হবে এই বিশ্বাস রাখা প্রতিটি মু'মিনের অপরিহার্য কর্তব্য। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছাড়া অন্য কারোর জন্য এ ধারণা রাখা বিশ্বাসগত বিদআত। সুতরাং চার মাযহাবের মধ্যে এক মাযহাব মানা মুসলমানের জন্য ওয়াজিব এই বিশ্বাস, বিশ্বাসগত বিদআত।

কাজের মাধ্যমে বিদআত

নেকী বা পুণ্যের উদ্দেশ্যে দ্বীনের মধ্যে এমন কিছু কাজের উদ্ভাবন করা যাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুমোদন নেই তাকে শরীয়তের পরিভাষায় বিদআত বলে। এ প্রকার বিদআতকে প্রথমতঃ দু'ভাগে ভাগ করা যায়ঃ (১) প্রকৃত বিদআত (২) সংযোজিত বিদআত।

১। **প্রকৃত বিদআতঃ** দ্বীনের মধ্যে এমন কাজ সৃষ্টি করা শরীয়তে যার কোন ভিত্তি নেই। যেমনঃ মিলাদুন্নবী, জন্মবার্ষিকী পালন ইত্যাদি।

২। **সংযোজিত বিদআতঃ** এমন কাজ শরীয়তে যার ভিত্তি আছে, তবে তাকে কেন্দ্র করে এমন কিছু পথ বা পদ্ধতি সংযোজন করা শরীয়তে যার কোন প্রমাণ বা ভিত্তি নেই। যেমনঃ দু'আর প্রমাণ আছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, দু'আই হচ্ছে ইবাদত; কিন্তু এই দু'আকে কেন্দ্র করে নামাযের পর জামাআত বদ্ধ হয়ে দু'আ করা হয় এর কোন প্রমাণ কুরআন-হাদীসে নেই। (আল-বিআতু ওয়া যাওয়াবিতুহা ওয়া আসারহা আসসাইয়্যি ফিল উম্মাহঃ ড. আলী বিন মুহাম্মাদ বিন নাসের আল-ফেক্বহী।)

যিকিরঃ এটি একটি শরীয়ত সম্মত কাজ। আল্লাহ বলেনঃ

﴿أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ ۝٢٨﴾ الرعد: ٢٨

অর্থঃ আল্লাহর স্মরণে কি অন্তর প্রশান্তি হয় না? (নিশ্চয়ই হয়) এটিকে কেন্দ্র করে এমন অভিনব বা মাতলামী পথ আমদানী করা হয়েছে ইসলামে তার কোন গন্ধও নেই। যেমন জামাআত বদ্ধ হয়ে বসে তসবীহর দানা হাতে নিয়ে মাথা হেলিয়ে হু হু করা। মোটকথা যে কাজের ভিত্তি ইসলামে আছে তাকে কেন্দ্র করে কোন নতুন পদ্ধতির সংযোজনকে সংযোজিত বিদআত বলে।

প্রকৃত বিদআত অর্থাৎ এমন আমল যার ভিত্তি ইসলামে নেই এ প্রকার বিদআত হতে সর্তক থাকা সহজ কেননা এটি স্পষ্ট বিষয়; কিন্তু সংযোজিত বিদআত অর্থাৎ এমন আমল যার ভিত্তি ইসলামে আছে, তাকে কেন্দ্র করে যে বিদআতের সৃষ্টি হয় তা থেকে খুব কম সংখ্যক মানুষ সতর্ক থাকতে সক্ষম হয়। কারণ এটি খুব সূক্ষ্ম সবার চোখে ধরা পড়ে না।

বিদআতে হাসানাহ (উত্তম বিদআত) বিতআতে সাইয়্যেআহ (মন্দ বিদআত)

বিদআত প্রেমী মানুষকে বিদআতের অপকারিতা সম্পর্কে সর্তক করলেও তা মানতে চায় না। নাম পরিবর্তন করে তার বিষাক্ত শরাব পান করতে চায়। এ লক্ষ্যে তারা বিদআতকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছে।

১। বিদআতে হাসানা (উত্তম বিদআত) ২। বিদআতে সাইয়্যেআহ (মন্দ বিদআত)

সুদ খোররা যেমন সুদের নাম পরিবর্তন করে ইন্টারেষ্ট বলে চালিয়ে দেয়, তেমনি বিদআত প্রেমিকরাও নাম পরিবর্তন করে বিদআত কাজ করে। তবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের চালাকির গলা কেটে দিয়েছেন, তিনি বলেছেনঃ

«وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ». [أبو داود: ٤٦٠٧ والترمذي: ٢٦٧٦]

অর্থঃ দ্বীনের নামে সকল প্রকার নতুন কাজ থেকে তোমরা বিরত থাক। কারণ দ্বীনের নামে সকল নতুন কাজ বিদআত, আর প্রতিটি বিদআত, ভ্রষ্টতা। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে উত্তম এবং সহীহ বলেছেন।) উক্ত হাদীস থেকে উপলব্ধি করতে পারলাম যে ইসলামে বিদআতে হাসানাহ সাইয়্যেআহ বলে কোন কিছু নেই। সকল বিদআত সমান এবং ভ্রষ্টতা। শায়েখ সফিউর রহমান (রহঃ) বলেছেনঃ বিদআতকে "বিদআতে হাসানাহ" ও "বিদআতে সাইয়্যেআহ" দু'ভাগে বিভক্ত করাও বিদআত।

বিদআত শয়তানের মিষ্টি ছুরি

শয়তান যখন আল্লাহ ভীরু মানুষের তার আনুগত্য করাতে ব্যর্থ হয় তখন সে বিদআতকে মিষ্টি ছুরি হিসেবে ব্যবহার করে এবং আবেদ আলীর গলা কাটে ও আমল বিনষ্ট করে। অথচ আবেদ আলী টেরই পায় না। কারণ আল্লাহ ভীরু মানুষকে সরাসরি ইসলাম বিরোধী কাজের আদেশ করলে কখনও মেনে নিবে না। সেই জন্য শয়তান ইবাদতের নামে বিদআত কাজ করায়। বাস্তবিক আল্লাহ ভীরু মানুষকে যদি বলা হয়– চুরি কর ধনী হবে, তাহলে সে কখনও তা করবে না। আর যদি বলা হয় চাচা শবে বরাতে (১৫ই শা'বান) গোসল করলে প্রতি বিন্দুতে ১০টি করে নেকী এবং একশ' রাকআত নামায পড়লে জীবনের সব গুনাহ ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে। তাহলে আর যায় কোথা? অশিক্ষিত আল্লাহ ভীরু চাচা একথা শ্রবণ করে ঠিক থাকতে না পেরে কোমরে কাপড় বেঁধে আমল শুরু করে দেবে। তাকে ঠেকানো মুশকিল। অথচ ঐ কাজগুলো বিদআত। আমল গৃহীত হওয়ার শর্তের পরিপন্থী। এভাবে শয়তান অনেকের আমল তিলে তিলে নষ্ট করে দিচ্ছে এবং বিদআতের বিষাক্ত লাড়ু খাওয়ায়ে ধ্বংস করে দিচ্ছে কেউ টের পাচ্ছে না। তাদের মগজে একথা জাগে যে সৎ আমল বেশি-বেশি করব তাতে ক্ষতি কি? আর এই ধারণাই হচ্ছে নষ্ট গুড়ের খাজা। রান্নায় লবণ না দিলে স্বাদ হয় না ঠিক। তবে পরিমাণের সীমালজ্ঞ্বন করে ইচ্ছামত লবণ দিলে স্বাদ হবে? কথায় বলে যত নুন তত স্বাদ হয় না। স্বাদের জন্য পরিমাণ মত লবণ দিতে হবে। ইবাদতের ক্ষেত্রেও তাই। ভাল কাজ বলে নিজের ইচ্ছায় যা মন তাই করা যাবে না। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশিত পথ মুতাবিক কাজ করতে হবে। নেকীর আশায় নবীজির পথ ব্যতীত নিজ মন মত কাজকে বিদআত বলা হয়। অনেকে ঐ কারণে বিদআতে পতিত হয়। সাধারণ মানুষ দূরের কথা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবীগণ ঐ ভুলে পতিত হতেন যদি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে ধমক না দিতেন।

عن أَنَسَ بنَ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: جاءَ ثَلاثَةُ رَهْطٍ
إلى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ يسألُونَ عَنْ عِبادَةِ النَّبِيِّ ﷺ،
فَلَمَّا أُخْبِرُوا كأَنَّهُمْ تَقالُّوها فَقالُوا: وأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ

ﷺ؟ قَدْ غَفَرَ اللهُ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَما تَأَخَّرَ، فَقالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أنا فَأَنَا أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وقَالَ آخَرُ: أنا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلا أُفْطِرُ، وَقالَ آخَرُ: أَنا أَعْتَزِلُ النِّساءَ فَلا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجاءَ إِلَيْهِم رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقالَ: «أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وكَذَا؟ أَمَا وَاللهِ إِنِّي لأَخْشاكُمْ للهِ وأَتْقاكُمْ لَهُ، لٰكِنِّي أَصُومُ وأُفْطِرُ، وأُصَلِّي وأَرْقُدُ، وأَتَزَوَّجُ النِّساءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي». [البخاري: ٥٠٦٣]

অর্থঃ আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিন ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দৈনন্দিন কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য তাঁর স্ত্রীগণের বাড়ির দিকে আসেন। অতঃপর তাদেরকে তাঁর কাজ সম্পর্কে অবহিত করা হলে অতি নগণ্য বা কম মনে করেন এবং বলেন, নবীজী কোথায় আর আমরা কোথায়? আল্লাহ তাঁর সামনে ও পেছনের পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তাদের একজন বলল, আমি (প্রতিজ্ঞা করছি যে) রাতে সর্বক্ষণ নামায পড়ব। দ্বিতীয় জন বলল; সব সময় রোযা রাখব, খাব না। তৃতীয় ব্যক্তি বললঃ আমি মহিলা থেকে দূরে থাকব কখনো বিবাহ করব না। এরপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের নিকট আসেন এবং বলেন, তোমরা কি এই কথা বলেছ? সতর্ক হয়ে যাও, আল্লাহর কসম! নিশ্চয় আমি তোমাদের চেয়ে আল্লাহকে অধিক ভয় করি; কিন্তু আমি কখনো (নফল) রোযা রাখি আবার কখনো বর্জন করি। (রাত্রিতে) কখনো কখনো নামায পড়ি, কখনো ঘুমাই এবং বিবাহ করে থাকি। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে সে আমার আর্দশের অন্তর্ভুক্ত নয়। (সহীহ বুখারী)

উক্ত তিন ব্যক্তি সৎ নিয়তে নামায, রোযা এবং বিবাহ না করার যে প্রতিজ্ঞা করেছিল বাহ্যিকভাবে তা অবশ্যই উত্তম কাজ; কিন্তু রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের প্রতিজ্ঞার কথা শ্রবণ করে বিলম্ব না করে তাদের কাছে আসেন। এই জন্য যে এটি এক মারাত্মক বিষয় যা রাসূল (সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বিচলিত করে তুলে। অতঃপর তাদেরকে সতর্ক করে বলেন, আমার সুন্নাত থেকে যে ব্যক্তি বিমুখ হবে সে আমার আদর্শের অন্তর্ভুক্ত নয়। এটি চরম হুশিয়ারী বা সতর্ক বাণী। কারণ তাদের প্রতিজ্ঞা গুলি ছিল সুন্নাত বিরোধী। আর এটিই হচ্ছে বিদআত, যা ইবাদত গৃহীত হওয়ার শর্তের পরিপন্থী। এ হাদীস থেকে আরো জানা গেল যে, মানুষের দৃষ্টিতে কাজ যতই বেশি অথবা সুন্দর হোক তা যদি সুন্নাতের বর্হিভুত হয় তাহলে তা মূল্যহীন। যেমন একটি বড় সুন্দর কাগজ আপনার নিকট পছন্দীয়, সেটি দ্বারা দোকানে কোন দ্রব্য পাবেন না কেন? এই জন্য যে সেটি সরকারের অনুমোদিত নয়। পক্ষান্তরে ছোট, পুরাতন, ময়লাযুক্ত একটি নোট দ্বারা দ্রব্য পাবেন, কেননা সেটি সরকারের অনুমোদিত। অনুরূপ শরীয়তের সকল আমলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মোহর বা অনুমোদন চাই। তাঁর অনুমোদন ব্যতীত আপনার আমার নযরে আমল যতই সুন্দর হোক তা আল্লাহর নিকট গৃহীত হবে না।

কতিপয় বিদআতের নমুনা

১। মুখে নিয়ত উচ্চারণঃ যেমন কিছু মানুষকে নামায আরম্ভ করার সময় মুখে নিয়ত আওড়াতে শুনা যায়। অথচ নিয়তের স্থান হল অন্তর তাই মনে মনে নিয়ত করতে হবে।

২। মিলাদ মাহফিলঃ আমাদের সমাজে ইসলামের কিছু বিধান বাস্তবায়িত না হলেও মিলাদ মাহফিল সকলের কাছে স্থান অধিকার করেছে। কোকিল যেমন কাকের অগোচরে কাকের বাসা থেকে ডিম ফেলে দিয়ে নিজে ডিম পেড়ে দেয় এবং নকল আসলে আসল নকলে পরিণত হয় তার কেউ টের পায় না। তেমনি সুন্নাতের স্থানে বিদআত কখন স্থান অধিকার করে নিয়েছে এ বিষয়ে অনেকে বেখবর।

৩। জন্ম বার্ষিকী ও মৃত্যু বার্ষিকী অনুষ্ঠান।

৪। বিবাহ বার্ষিকী।

৫। জামাআত বদ্ধভাবে যিকির।

৬। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর জামাআত সহকারে হাত তুলে দু'আ।

৭। দু'আর পর মুখে হস্তদ্বয় বুলানো।

৮। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নাম শ্রবণ করে চুমো খাওয়া।

৯। ওযূতে গর্দান মাসেহ করা।

১০। বিশেষ করে ঈদের দিনে কবর যিয়ারত করা।

১১। বড়দের পায়ে সালাম করা।

১২। পেশাব করার পর ঢিলা দ্বারা লজ্জা স্থানকে ধরে চল্লিশ কদম হাঁটা।

১৩। তাবলীগের উদ্দেশ্যে চিল্লা দেয়া।

১৪। কবর বাঁধানো।

১৫। শা'বানের ১৫ তারিখে রোযা, রুটি-পিঠা অনুষ্ঠান ইত্যাদি করা।

বিদআতীদের সাথে চলা-ফেরা

বিদআতীদের সাথে চলা-ফেরা করলে তাদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে মানুষ বিদআত কাজে পতিত হয়ে নিজ আমল নষ্ট করে জীবনের সবকিছু হারাবে, যেমনঃ আলুর গাদে একটি পচা আলু থাকলে বাকী আলুকে পচিয়ে দেয়। সেই জন্য কোন কোন সালাফ তাদের সাথে উঠা-বসা নিষেধ করেছেন। যেমনঃ হাসান বসরীঃ (রহঃ) বলেন, যারা মনের পূজারী তাদের সাথে ভাব ভালোবাসা রেখো না নচেৎ তোমার অন্তরে বিদআত গেঁথে দিবে এবং তুমি তার অনুসরণ করতে আরম্ভ করবে এবং নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবে। আর যদি বিরুদ্ধাচরণ কর তাহলে তুমি আন্তরিকভাবে অস্থির হয়ে পড়বে। (আল-বিদআতঃ ড. আলী বিন মুহাম্মাদ আলফাকিহী)

আবু কিলাবাহ বলেনঃ "মন পূজারীরা (বিদআতীরা) সরল পথ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে, আমি জাহান্নাম ছাড়া তাদের ঠিকানা দেখছি না। তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি কোন বিদআত চালু করে সে নিজের জন্য তালোয়ার বৈধ করে অর্থাৎ নিজেই হত্যার যোগ্য হয়ে যায়। (আল-ইতেসাম, আশশাতেবী)

আইয়ূব সাখাতিয়ানী বলেনঃ বিদআতী যত বেশি বিদআতে নিমজ্জিত হয় তত সে আল্লাহ হতে দূরে সরে যায়। (আল-বিদআতঃ ড. আলী বিন মুহাম্মাদ আলফাকিহী)

ইয়াহইয়া বিন কাসীর বলেনঃ রাস্তায় যখন তোমার কোন বিদআতীর সাথে সাক্ষাত হবে তখন তুমি তোমার রাস্তা পরিবর্তন করে নিবে। (ঐ)

বিদআতীর তাওবা

কথায় বলে ইঁদুরের কপালে সিঁদুর মিলে না। অনুরূপ বিদআতীর ভাগ্যে হিদায়াত জুটবে না। ইয়াহইয়া বিন আবি ওমর শাইবানী বলেন, কথিত আছে যে, আল্লাহ বিদআতীকে হিদায়াতের তৌফিক দেন না। সে বিদআত থেকে বেরিয়ে আসে না; বরং যথাক্রমে বিদআতের গভীরে প্রবেশ করতে থাকে।

এই জন্য আওয়াম বিন হওশাব নিজ ছেলেকে উপদেশ দিতেন, যে হে ঈসা তুমি নিজ আত্ম শুদ্ধ কর এবং নিজ সম্পদ কম কর। আরো বলতেন, আল্লাহর কসম আমি যদি ঈসাকে বিদআতীদের বৈঠকের পরিবর্তে গানের অনুষ্ঠানে বসা দেখি তাহলে তুলনামূলক আনন্দিত হব।

তিনি এ ধরণের কথা এই জন্যই বলেতেন যে বিদআতী বিদআত কাজকে দ্বীনি বিধান জ্ঞান করে সম্পাদন করে। যখনই একটি বিদআত বর্জন করে তখনি তার চেয়ে বড় বিদআতে লিপ্ত হয়। অন্যথায় ফাসেক ও পাপী, যেমন নাচ-গানকারী এবং মদ্যপায়ী তাদের কাজগুলি দ্বীনি বিধান হিসেবে করে না; বরং পাপের কাজ ভেবেই করে। এদের ব্যাপারে এটা সম্ভব যে এমন সময় আসবে যে তারা তাদের অপকর্ম থেকে তাওবা করবে; কিন্তু বিদআতী বিদআত থেকে তাওবা করতে পারে না। কারণ সে বিদআতকে ইবাদত মনে করে।

বিদআতীদের পরিণাম

যারা ইবাদত করে না তাদের পরিণাম জাহান্নাম এটি স্পষ্ট বিষয়। তবে এক প্রকার মানুষ আমল করেও জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আর তারা হচ্ছে বিদআতী। তাদের আমল বিদআত মুক্ত না হওয়ায় আল্লাহর নিকট অগ্রহণ যোগ্য। বিদআতীরা কিয়ামতের মাঠে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছেও যেতে পারবে না এবং হাউজে কাওসারে পানি পান করা থেকে বঞ্চিত হবে।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণীঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «تَرِدُ عَلَيَّ أُمَّتِي الْحَوْضَ. وَأَنَا أَذُودُ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَذُودُ الرَّجُلُ إِبِلَ

الرَّجُلِ عَنْ إِبِلِهِ» قَالُوا: يا نَبِيَّ اللهِ! أَتَعْرِفُنَا؟! قَالَ «نَعمْ. لَكُمْ سِيمَا لَيْسَتْ لأَحَدٍ غَيْرِكُمْ، تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، وَلَيُصَدَّنَّ عَنِّي طَائِفَةٌ مِنْكُمْ فَلَا يَصِلُونَ. فَأَقُولُ: يَا رَبِّ! هٰؤُلَاءِ مِنْ أَصْحَابِي، فَيُجِيبُنِي مَلَكٌ فَيَقُولُ: وَهَلْ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ؟». [مسلم: ٢٤٧]

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ আমার উম্মত আমার নিকট হাউজের পানি পান করার জন্য উপস্থিত হবে আর আমি মানুষকে হাউজ হতে ঠিক ঐভাবে বিতাড়িত করব যেভাবে মানুষ নিজ উট হতে অন্য লোকের উটকে বিতাড়িত করে।

সাহাবাগণ বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি তখন আমাদেরকে চিনবেন? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, তোমাদের একটি নির্দশন আছে যা তোমাদের ছাড়া অন্যদের নেই। সেটি হলো তোমরা ওযূর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চমকিত অবস্থায় আমার নিকট উপস্থিত হবে এবং তোমাদের মধ্যে একটি দলকে আমার কাছে আসতে দেয়া হবে না। তারা আমার নিকট আসতে পারবে না।

আমি তখন বলব, "হে আমার রব! এরা তো আমার উম্মত?" অতঃপর জনৈক ফেরেশতা আমাকে উত্তরে বলবেন, এরা আপনার মৃত্যুর পর যে নতুন কাজ আমদানী করেছিল আপনি তা জানেন? (সহীহ মুসলিম)

عن أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنِّي عَلَىٰ الْحَوْضِ حَتَّىٰ أَنْظُرَ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ مِنْكُمْ، وَسَيُؤْخَذُ أُنَاسٌ دُونِي، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ! مِنِّي وَمِنْ أُمَّتِي، فَيُقَالُ: أَمَا شَعَرْتَ مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ؟ وَاللهِ! مَا بَرِحُوا بَعْدَكَ

يَرْجِعُونَ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ». [مسلم: ٢٢٩٣]

অর্থঃ আসমা বিনতে আবি বাকর (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ "আমি সে দিন হাউজের পাশে থাকব, তোমাদের মধ্যে যে আমার কাছে আসবে তাকিয়ে দেখব, তার মধ্যে কিছু মানুষকে আটক করা হলে আমি বলব, হে আমার রব এরা তো আমার উম্মত?" তখন বলা হবে, আপনার মৃত্যুর পর এরা কি আমল করত আপনি জানেন? আল্লাহর কসম, আপনার মৃত্যুর পর (সুন্নাত) হতে বিমুখ হয়ে ছিল। (বুখারী ও মুসলিম)

এছাড়া আল্লাহ বিদআতীদের স্থান প্রদানকারীর উপর অভিশাপ করেছেন। রাসূলের বাণীঃ

حَدَّثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ عَامِرُ ابْنُ وَاثِلَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسِرُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ فَغَضِبَ وَقَالَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا يَكْتُمُهُ النَّاسَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ حَدَّثَنِي بِكَلِمَاتٍ أَرْبَعٍ. قَالَ فَقَالَ: مَا هُنَّ؟ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! قَالَ: قَالَ «لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَىٰ مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ».

[مسلم: ١٩٧٨]

আবু তোফায়েল আমের বিন ওয়াসেলাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আলী বিন আবী তালেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট বসেছিলাম। অতঃপর তাঁর নিকট জনৈক ব্যক্তি এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি আপনার নিকট কোন কিছু গোপন রেখেছেন?

বর্ণনাকারী বলেন, আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাগান্বিত হন এবং বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লোকদের গোপন করে আমাকে কিছু বলেন নি, তবে তিনি আমাকে চারটি বিষয়ে সংবাদ দিয়েছেনঃ "যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর নামে যবেহ করে, নিজ পিতা-মাতার উপর অভিশাপ করে, বিদআতীকে স্থান দেয় এবং জমির সীমা রেখার স্তম্ভ বা চিহ্ন পরিবর্তন করে তার উপর আল্লাহর অভিশাপ।" (মুসলিম)

এই হাদীস থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারছি যে বিদআতীকে স্থান দিলে যদি আল্লাহর অভিশাপের পাত্র হতে হয়। তাহলে বিদআতী ইসলামের দৃষ্টিতে কত বড় অপরাধী? বিদআতীর ইবাদত আমল কবুলের শর্তের আওতাভুক্ত না হওয়ায় আখেরাতে তার অবস্থা হবে শোচনীয়।

সারকথা

এ পর্যন্ত যা আলোচিত হল তা হতে আমরা ইবাদত বা আমল কবুলের যে শর্ত তা মোটামুটি উপলব্ধি করলাম। আলোচনায় বলা হয়েছে আমল কবুলের দু'টি শর্তঃ

১। ইখলাস অর্থাৎ তাওহীদ ভিত্তিক এবং শিরক মুক্ত আমল। শিকর মুক্ত বলতে আল্লাহর প্রভুত্ব ইবাদত এবং নাম ও গুণবাচক তাওহীদে যেন কোনরূপ শিরকের গন্ধ না থাকে।

২। মুতাবে'আত অর্থাৎ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সহীহ সুন্নাত সম্মত আমল। এই শর্তদ্বয় ব্যতীত যতই ইবাদত কেউ করুক না কেন তার ইবাদত আল্লাহর সমীপে গৃহীত হবে না। সেই জন্য শিরক ও বিদআত মুক্ত ইবাদত করা আমাদের সকলের উপর অপরিহার্য কর্তব্য।

সর্তক বাণী

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, নামাযে "রাফউল ইয়াদায়্যান" অর্থাৎ রুকুতে যাওয়ার সময় ও তা থেকে মাথা উঠাবার সময় এবং দ্বিতীয় রাকআতে আত্তহিয়্যাতু পড়ে তৃতীয় রাকআতের জন্য উঠার সময় হাত তোলা সুন্নাত। এটি না করলে কি নামায হয় না?

উত্তরঃ নামাযে কয়েক রকম বিধান আছে।

রুকন (স্তম্ভ)ঃ যা স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় ত্যাগ করলে সাহো সেজাদায় পূরণ হয় না পুনরায় পড়তে হয়। যেমনঃ সূরা ফাতিহা পাঠ, রুকু, সেজদা ইত্যাদি।

ওয়াজিবঃ যা ভুলবশতঃ ছেড়ে দিলো সাহো সেজদা করতে হয়। যেমনঃ দ্বিতীয় রাকআতে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ, সেজদায় সুবহানা রাব্বিয়াল আলা বলা ইত্যাদি।

সুন্নাতঃ যেমন– "রাফউল ইয়াদায়েন" (হাত তোলা)। এটি যদি বাদ পড়ে যায় অথবা ভুলে যায় তাহলে সাহো সেজদা ছাড়া নামায হয়ে যাবে, নামাযের কোন ক্ষতি হবে না। তবে কেউ যদি মনে করে যে, "রাফউল ইয়াদায়েন" সুন্নাত, না করলে নামায হয়ে যায় তাহলে তা না করে নামায পড়লে ক্ষতি কি? তাকে এই বলে সর্তক করতে চাই যে কখনো কখনো "রাফউল ইয়াদায়েন" ছুটে যাওয়া ও সাহো সিজদাহ ছাড়া নামায শুদ্ধ হয়ে যাওয়ার অর্থ এই নয় যে "রাফউল ইয়াদায়েন" বর্জনে অভ্যস্ত হওয়া। কারণ রাফউল ইয়াদায়েন ছাড়া নামায শুদ্ধ হওয়া আর তা ছাড়তে অভ্যস্ত হওয়া এ দু'টি আলাদা আলাদা বিষয়; কিন্তু সুন্নাত বর্জনে অভ্যস্ত হওয়া রাসূলের হাদীসকে অস্বীকার করা হয়।

অতএব জেনে শুনে বরাবর সুন্নাত বর্জনে অভ্যস্ত হওয়া ঈমান ও নামাযের সন্দেহ মুক্ত হওয়ার প্রশ্ন থেকে যায়। কারণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ "যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখছো সেইভাবে নামায পড়।" (বুখারী)

অবশেষে আল্লাহর নিকটে প্রার্থনা করি হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সকলকে তাওহীদ ও সুন্নাত ভিত্তিক আমল করার তৌফিক দাও, যে কাজে তোমার নৈকট্য সাধিত হবে সেই কাজ করার ক্ষমতা প্রদান কর। যে পথে

তোমার প্রিয়জন "আম্বিয়া, সিদ্দিকীন, শুহাদা, সালেহীন" চলে গেছেন সে পথের পথিক কর। যে পথে চললে তুমি সন্তুষ্ট সে পথে পরিচালিত কর। হে আল্লাহ আমাদের মধ্যে অনেকে শিরক-বিদআতের বিষাক্ত শারাব পানে মাতোয়ারা হয়ে মরিচিকার পিছনে ছুটছে, তাদেরকে তুমি জাহান্নামের পথ থেকে জান্নাতের পথে পরিচালিত কর। কুরআন, সহীহ হাদীস বুঝা ও মানার তাওফীক দাও। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে অন্তর আলোকিত কর। নবী ও সাহাবাদের যুগে মুসলমানরা যেমনঃ কেবল কুরআন-হাদীসের অনুসারী ছিল তেমনি আমাদের সকলকে কুরআন ও সহীহ হাদীসের অনুসারী বানাও। হে আল্লাহ! জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দাও এবং জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত কর। আমীন!!

সমাপ্তি